ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 October, 2019 ■ আগরতলা, ২৪ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ৬ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শিক্ষকদের জন্য পৃথক ও নতুন বেতনক্রম চালুর পরিকল্পনা হচ্ছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। রাজ্যে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের জন্য পৃথক ও নতুন বেতনক্রম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। আজ বুধবার এই ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর কথায়, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করার জন্যই পৃথক ও নতুন বেতনক্রমের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার আগরতলায় মুক্তধারা মিলনায়তনে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধীনে সমগ্র শিক্ষা শীর্ষক 'নগর ও ব্লক রিসোর্স পার্সন ও ক্লাস্টার রিসোর্স পার্সনদের ওরিয়েন্টেশন কাম ইন্ডাকশন ওয়ার্কশপ'-এর আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালায় সম্বোধন করতে গিয়ে নাথ বলেন, সরকার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা ও দুর্নীতি-মুক্ত ত্রিপুরা বানাতে বদ্ধপরিকর। সেক্ষেত্রে শিক্ষকরা স্কুলগুলিতে আগামী প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার শিক্ষকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য পৃথক এবং নতুন বেতনক্রম চালু করার পরিকল্পনা করছে। যাতে এই রাজ্যের বাচ্চাদের আরও উন্নতি করা যায়।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, সরকার এই রাজ্যে বিশেষভাবে দক্ষ শিশুদের জন্য শীঘ্রই আরও একটি নতুন স্কিম 'সক্ষম ত্রিপুরা' চালু করছে। তাঁর কথায়, দেখা যায় যে সরকারি রেকর্ড অনুসারে ১২০০ শিশু রয়েছে যারা মূল স্রোতধারায় পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত ছিল। সুতরাং তাদের জন্য এই প্রকল্প চালু করা হবে। তিনি জানান, এই স্কিমটির মেয়াদ ৩ বছরের হবে। দিল্লি, মেঘালয় এবং আইসিএফএআই বিশ্ববিদ্যালয়ের ২-টি রাজ্যভিত্তিক এনজিওর সাথে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা এই শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৫০০ শিক্ষককে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেবেন।

এদিন ইউআরপি, বিআরপি এবং সিআরপিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আপনারা খুবই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার দেশে অর্থনৈতিক আঘাত এনেছে ঃ মানিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। কেন্দ্রে ও রাজ্যে 'ডাবল ইঞ্জিন' এর সরকার দেশে অর্থনৈতিক আঘাত এনেছে বলে দাবি করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। বুধবার আগরতলায় সারা ভারত কৃষক সভা ও ত্রিপুরা ক্ষেত মজদুর ইউনিয়নের যৌথ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন।

তিনি আরও বলেন, বিজেপি নেতারা সবসময় বলে বেড়ান যে কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি সরকার থাকায় জনগণের সার্বিক উন্নয়ন হওয়া সম্ভব। কিন্তু, বাস্তবে তা হচ্ছে না। ত্রিপুরায় হিংসার মাত্রা বাড়ছে। বেকারত্ব বাড়ছে। করের বোঝা বাড়ছে। মানিক সরকার উদ্বেগের সাথে বলেন, নির্বাচনের পূর্বে কেন্দ্রে ও রাজ্যে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল নানা ধরনের। ক্ষমতায় আসার পর সরকার কোন প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে না। নিয়োগ করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিরামের ডানা ছাটাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ অক্টোবর ।। এডিসির কৃষি ও উদ্যান দপ্তরের নির্বাহী সদস্য প্রতিরাম ত্রিপুরার ডানা ছাটাই করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে ওই দুটি দপ্তর তুলে নেওয়া হয়েছে। এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা বুধবার এমর্মে একটি নোটিফিকেশন জারি করেছেন। নোটিফিকেশনে রাধাচরণ উল্লেখ করেছেন এখন থেকে প্রতিরাম ত্রিপুরা শুধুই একজন সাধারণ নির্বাহী সদস্য হিসাবে থাকবেন।

অসুস্থ বাদল চৌধুরীকে আদালতে তোলার অনুমতি দেননি চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে আদালতে তুলতে ত্রিপুরা পুলিশ। আজ তাঁর মাইল্ড স্ট্রোক জনিত সমস্যার কারণে চিকিৎসকরা তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেননি। খবর পেয়ে আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ তথা জি বি হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকদের একটি টীম বাদল চৌধুরীকে দেখতে ছুটে যান। তাঁরাও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাদল চৌধুরীকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেননি।

এদিকে আগামীকাল সকাল ১১টায় ত্রিপুরা হাইকোর্টের অবসরকালীন কোর্টে বাদল চৌধুরীর আগাম জামিনের আবদলের শুনানী হবে। এই আবেদন করেছেন বাদল চৌধুরীর স্ত্রী। বিচারপতি অরিন্দম লোধের কোর্টে এই আবেদনের শুনানী হবে বল আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় পূর্ত ঘোটালায় প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বিরংদ্ধে ভিজিলেন্স

আজা ভাগ্য পরীক্ষা বাদলের

মামলা দায়ের করেছে। তাঁকে ছাড়াও প্রাক্তন পূর্ত কর্তা সুনীল ভৌমিক এবং পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন প্রধান সচিব তথা প্রাক্তন মুখ্য সচিব ওয়াই পি সিংহের বিরুদ্ধেও ভিজিলেন্স মামলা দায়ের করেছে। তাতে, পুলিশ সুনীল ভৌমিককে গ্রেপ্তার করেছে। আদালত সুনীল ভৌমিকের জামিনের আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় তাকে পুলিশ হেপাজতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জি বি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করার সূচি ছিল। কিন্তু, চিকিৎসকরা এখনও তাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়েননি। তাই আজ তাঁকে আদালতে তোলা সম্ভব হয়নি পুলিশের। সরকারি কৌশলী রতন দত্ত জানিয়েছেন, সুনীল ভৌমিক সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। জি বি হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড গতকাল এবং আজ জানিয়েছে, সুনীল ভৌমিক সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। শুধু তাঁর ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে রয়েছে। রতনবাবু জানিয়েছেন, আগামীকাল হাসপাতাল থেকে সুনীল ভৌমিক ছাড়া পেলে তাঁকে আদালতে তোলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রীর নাগরিকত্ব প্রমাণে অসমের কোর্টে উপস্থিত ত্রিপুরার শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ অক্টোবর ।। অসমের জাতীয় নাগরিকত্ব পঞ্জিকরণে নাম নেই গীতা রানি সরকার নামে দক্ষিণ চড়িলাম এলাকার এবং মহিলার। তিনি ১৯৭০ সালে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াশুনা করেছিলেন। এরপর এই বিদ্যালয় থেকে স্কুল সার্টিফিকেট নিয়ে গেছেন। অসমের জাতীয় নাগরিকত্ব পঞ্জিকরণের সময় চড়িলাম স্কুলের সার্টিফিকেট দেখিয়েছিলেন গীতা রানি সরকার। কিন্তু এনআরসি কর্তৃপক্ষ তা মানতে নারাজ। দক্ষিণ চড়িলামের বাসিন্দা খগেন্দ্র সরকারের কন্যা গীতা রানী সরকার। অসমে চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছুটে যান। কারণ অসমে বসবাসকারি গীতা রানী সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় বন্য হাতির তান্ডবে ব্যাপক ক্ষতি ফসলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ অক্টোবর।। আবারও বন্য হাতির তান্ডব তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন এলাকায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে ও বুধবার সকালে তেলিয়ামুড়া ও কল্যাণপুরের বিভিন্ন স্থানে বন্য হাতির দল হানা দেয়। ফসল তছনছ করে ফেলে। চাষীদের মাথায় হাত পড়েছে। এলাকার লোকজন বাজি ও পটকা পুড়িয়ে হাতির দলকে তাড়ানোর চেষ্টা করেছে। স্থানীয় এসডিএফও জানিয়েছেন শুখা মরশুমে পাহাড়ে খাদ্য ও জলের সংকটে পড়ে হাতির দল সমতলে চলে আসে। পাহাড়ে জুমিয়াদের ফসল যেমন নষ্ট করছে তেমনি সমতলে কৃষকদের রবিফসলের ব্যাপক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রে আজ ভোটগণনা ক্ষমতায় থাকতে মরিয়া বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৩ অক্টোবর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনা। ওইদিনই জানা যাবে দুই রাজ্যের মসনদে থাকবে কোন দল। নির্বাচন হওয়া দুই রাজ্যেই এতদিন ক্ষমতায় রয়েছে বিজেপি। ফলে এই দুই রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া তারা। অন্যদিকে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে ক্ষমতায় আসতে মরিয়া কংগ্রেস।

লোকসভা ভোটের প্রায় ছ'মাসের মধ্যে ফের বড় চ্যালেঞ্জ বিজেপির সামনে। লোকসভায় বিরাট সাফল্যের পর বিজেপির জন্য এই লড়াই ছিল নিজেদের মজবুত মাটিকে আরও শক্ত করার। অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের কাছে এই লড়াই ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর। এই লড়াইয়ে কার জয় হবে, কে হারবে সেসব জানা যাবে আগামী ২৪ অক্টোবর। সোমবারে হরিয়ানার ৯০টি আসনে বড় কোনও অশান্তি ছাড়াই ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এদিন হরিয়ানার ৯০টি আসনে ভোট পড়েছে ৬১.৬২ শতাংশ। সোমবার সকাল ৭ টা থেকে হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়। শুরু থেকে ধিমেতালে চললেও পরে গতি বেড়ে যায়। প্রথমে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত ভোট পড়ে ২৩.১২ শতাংশ। এরমধ্যে ভোওয়ানি জেলায় সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েউ এছাড়া পঞ্চকুলায় ১৫.৫৫ শতাংশ, আম্বালায় ১৯.৪১ শতাংশ, যমুনানগরে ২৩.০৭ শতাংশ, কুরুক্ষেত্রে ২১.৩০ শতাংশ, কর্নালে ২৪.৯৯ শতাংশ, পানীপতে ২১.৮৯ শতাংশ, সোনিপাতে ২১.৬০ শতাংশ, জিন্দাবাদে ২৪.৪৪ শতাংশ। সিরসায় ভোটগ্রহণের হার ছিল ২৭.৫৭ শতাংশ, হিশারে ২৬.৭৫ শতাংশ,ভাওয়ানিয়ায় ৩৬.৬৬ শতাংশ এবং রোহটকে ২৩.৮৮ শতাংশ।

মহারাষ্ট্রে ভোটগ্রহণ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৩ অক্টোবর ।। কৈলাসহরের মহকুমা শাসক অরিন্দম দাশের নির্দেশে মহকুমার ফুড ইন্সপেক্টার রুটিন অভিযানে কৈলাসহর বাজারের দোকানগুলিতে এসে অভিযান করে বিবেকানন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারেও অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি মেয়াদ অনুর্ত্তীর্ণ ফলের জুস পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে দোকান থেকে মেয়াদ অনুর্ত্তীর্ণ ফলের জুসগুলি সিজ করেন ফুড ইন্সপেক্টার।

মহকুমা শাসক অরিন্দম দাশ ২৩ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বিবেকানন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের নামে নোটিশ ইস্যু করেন এবং আর্থিক জরিমানার নিখিত আদেশ দেন। এই ঘটনায় গোটা কৈলাসহরে চাঞ্চল্য তৈরী হয়েছে। শহরের বুদ্ধিজীবীরা বলছেন যে রাজ্যের এতবড় হাই প্রোফাইল ভিআইপি-কে কিভাবে বিবেকানন্দ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার মেয়াদ অনুর্ত্তীর্ণ ফলের জুস সরবরাহ করল? শুধু জরিমানাই নয়, অবিলম্বে দোকানটিকে প্রশাসনের তরফে অনির্দিষ্টকালের জন্য পুরোপুরি সিল করে কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত বলে বুদ্ধিজীবীরা দাবি করেছেন।

পেছনের দরজা দিয়ে এডিসি দখলের ঘৃণ্য চক্রান্ত করছে বিজেপি ঃ সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। পেছনের দরজা দিয়ে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত এলাকা জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) দখলের ষড়যন্ত্রে নেমেছে বিজেপি। আজ বুধবার সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক গৌতম দাসও এভাবেই বিজেপিকে নিশানা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, এডিসি-কে পঙ্গু করে দিতেই বিজেপি বাঁকাপথে হাঁটার কৌশল নিয়েছে।

গৌতমবাবু বলেন, ত্রিপুরায় নির্বাচিত সংস্থাগুলি দখল করার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়েছে শাসক দল। পুর সংস্থার ক্ষেত্রেও সেই পথেই হেঁটেছে তারা। এখন এডিসি দখলের প্রচেষ্টা শুরু করেছে বিজেপি। তিনি অভিযোগ করেন, এডিসি-র নির্বাচিত সদস্যদের নানাভাবে প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। প্রচুর অর্থ এবং চাকরির টোপ দেওয়া হচ্ছে। ওই কাজে দুই শিক্ষক কর্মচারীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন গৌতম দাস। তাঁর অভিযোগ, জম্পুইজলা ব্লকের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের করণিক শিবানন্দ দেববর্মা এবং ধর্মনগরে সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক বিশাল চাকমা এডিসি সদস্যদের প্রলোভন দিচ্ছেন। শুধু তা-ই নয়, বিজেপি এডিসি সদস্য পতিরাম ত্রিপুরাকেও ব্যবহার করেছে।

গৌতমবাবু সুর চড়িয়ে বলেন, এডিসি-কে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েও এখন বরাদ্দ অর্থও দেওয়া হচ্ছে না। এডিসি ন্যায্য অর্থ পাচ্ছে না। তাই এডিসি-কে পঙ্গু করে দিতে চাইছে বিজেপি। তাঁর অভিযোগ, সিপিএমের নির্বাচিত সদস্যদের স্বাক্ষর জাল করে রাজ্যপালের কাছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাঘনা ও কমলপুরে সীমান্তহাট নির্মাণে সম্মতি দিয়েছে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। বাংলাদেশ সরকার উত্তর ত্রিপুরার পালবস্তি (রাঘনা) এবং ধলাই-এর কমলপুরে সীমান্তহাট নির্মাণের জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট জারি করেছে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে দুটি সীমান্তহাট চালু রয়েছে। এদের একটি দক্ষিণ ত্রিপুরার শ্রীনগরে এবং অপরটি সিপাহিজলা জেলার কমলাসাগরে। ওই দুই সীমান্তহাট সপ্তাহে একবার যথাক্রমে মঙ্গল এবং রবিবার বসে। রাঘনা এবং কমলপুরে আরও দুটি নতুন সীমান্তহাট নির্মাণের বিষয়টি বাংলাদেশের শ্রীহট্টে ২০১৯ সালের ২৩ থেকে ২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় জয়েন্ট কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছিল। ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের জয়েন্ট হাট ম্যানেজমেন্ট কমিটি ইতিমধ্যে কমলপুরে ১.৩৬ একর এবং পালবস্তিতে ১.৯২ একর জমি চিহ্নিত করেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে গত ৫ অক্টোবর বিষয়টি আবার তুলে ধরা হয়। রাজ্য সরকারের তদ্বিরের ফলে বাংলাদেশ সরকার এই নো অবজেকশন সার্টিফিকেটটি প্রদান করেছে। এখন মহকুমাস্তরে পার্চেজ কমিটির মাধ্যমে চিহ্নিত জমিগুলি ক্রয় করা হবে। প্রয়োজনীয় অর্থ ইতিমধ্যে ধলাই এবং উত্তর ত্রিপুরার সংশ্লিষ্ট জমি অধিগ্রহণ সমাহর্তার কাছে প্রদান করা হয়েছে। আরও দুটি নতুন সীমান্তহাট স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়ার রাধানগর ঘোষখামার এবং খোয়াইয়ের বেলছড়ায়।

রাধানগর ঘোষখামারে হাটের জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা এবং বাংলাদেশের কুমিল্লার আধিকারিকরা ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত স্থান দেখে এসেছেন। এর জন্য জয়েন্ট কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশে এখনও বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরিত হয়নি। আর খোয়াইয়ে সীমান্তহাটের স্থান জেলা প্রশাসন চিহ্নিত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে যৌথ পরিদর্শন এখনও হয়নি। ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে মোট ছয়টি সীমান্তহাট স্থাপন করা হবে। বর্তমানে দুটি সীমান্তহাট ভালোভাবেই চলছে এবং ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এই হাট স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের চিরাচরিত বাজারিকরণের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সাহায্য করছে।

রাস্তা সংস্কারসহ বিভিন্ন দাবীতে পূর্ত দপ্তরে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৩ অক্টোবর।। উত্তর জেলার কদমতলা এলাকায় পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন রাস্তা জরাজীর্ণতায় দীর্ঘদিন থেকে ধুঁকছে। সেই সকল বেহাল রাস্তাগুলি মেরামতি ও সংস্কারের দাবিতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই) ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে কদমতলা পি ডব্লিউ ডি এসডিও-এর নিকট ৫ দফা দাবির ভিত্তিতে এক ডেপুটেশন প্রদান করে। এই ডেপুটেশনের নেতৃত্ব দেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক জহুরুল হক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মূলত কদমতলা থেকে ধর্মনগর বিকল্প জাতীয় সড়ক।

কদমতলা থেকে রানিবাড়ি পিডব্লিওডি সড়ক। প্রেমতলাথেকে কুর্তি পিডব্লিওডি সড়ক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর।। আগরতলা শহরের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। এর মধ্যে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে রাস্তা নির্মাণ, জলাশয় সংরক্ষণ ও সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে পার্ক নির্মাণ সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো তৈরীর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। আজ মেলারমাঠের সাতলাখী পুকুরের উন্নয়নও সৌন্দর্যায়ণে নবনির্মিত পার্কের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। আমরুত প্রকল্পে এই পার্কটি তৈরী করতে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্বিতীয়বারের জন্য দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে জল সংরক্ষণের উপর প্রাধান্য দেন। তিনি যখন ২০১৪ সালে প্রথমবার দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন তার মূল আহ্বান ছিল স্বচ্ছ

ভারত অভিযান। আজ শুধু ভারতে নয়, বিশ্বব্যাপী জল সংরক্ষণের উপর আলোচনা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাধ্যমে আগরতলার কামান চৌমুহনী, ভগৎ সিং যুব আবাসের পাশে এবং নন্দননগরে ১০০০ বহুতল ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হবে। ফ্ল্যাট বুকিং এর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ফলে আগরতলাবাসী এখন কলকাতা নয় আগরতলাতেই ফ্ল্যাট কিনে খুশী হবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাজ্যবাসী তার মাটিকে ভালোবাসলেই রাজ্যের সবকিছু তার কাছে ভালো লাগবে। কারণ যেখানেই ভালোবাসা রয়েছে সেখানে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী গতকাল গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত ভারত-বাংলাদেশ স্টেক হোল্ডার মিটের প্রসঙ্গে বলেন, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে পোর্ট রেসট্রিকশন তুলে দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক পরামর্শদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বন্দর নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি দারুণ উপকৃত হবে। তিনি বলেন, ফেনী নদীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৭ ▫ ২৪ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ৬ কার্ত্তিক ▫ বৃহস্পিতবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এডিসিতে ক্ষমতার রাজনীতি

ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ নিয়া জোর রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হইয়াছে। পনেরজন সদস্য অনাস্থা প্রাস্তব আনিয়াছেন বলিয়া জোর প্রচার হইয়াছিল। সিপিএমের এমডিসি সদস্য প্রতিরাম ত্রিপুরা এই নাটকের নায়ক হিসাবে আভির্ভূত হইয়াছেন। সিপিএম দল প্রতারণনার অভিযোগে প্রতিরামকে দল হইতে বহিস্কার করিয়াছে। এডিসির ক্ষমতায় সিপিএম। এডিসিতে বিজেপির ক্ষমতারোহনের চেষ্টাও চলিবে তাহাও অস্বাভাবিক কিছু নহে। 'বিদ্রোহী' সিপিএমের এডিসি সদস্যরা বর্তমান মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্যের উপর হইতে সমর্থন প্রত্যাহারের জবরদস্ত নাটকে জল ঢালিয়া দিল ২৩ জন এডিসি সদস্যের উপস্থিতিতে রাধাচরণের সাংবাদিক সম্মেলন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে অনাস্থা প্রস্তাবের স্বাক্ষর জাল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। এই ঘটনায় ইহা অন্তত স্পষ্ট হইয়াছে যে, নির্বাচনের আগেই এডিসির দখল নেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। এডিসি নির্বাচনের দিনও আগাইতেছে। পাহাড়ের দখল নিতে বিজেপিও সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে ইহাও স্পষ্ট। আর ইহাও সত্যি যে, উপজাতি এলাকায় সংগঠন যে দলের শক্তিশালী সেই দলই তো নির্বাচনে সাফল্য পাওয়ার কথা। এডিসি এলাকায় কোন্ দলের প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী তাহা নিয়া বিতর্ক আছে। বিজেপির জোট শরিক আইপিএফটি'র শক্তি আগের মতো নাই। সিপিএম দলও তেমন ভাবে সংগঠন ধরিয়া রাখিতে পারে না। তবু, পাহাড়ে সিপিএম বা গণমুক্তি পরিষদের কিছুটা পায়ের তলার মাটি আছে। অন্য দলগুলি বিশেষ করিয়া কংগ্রেস ও বিজেপির সংগঠন যেভাবে শক্ত মাটি পায় নাই। উপজাতি এলাকায় শক্ত সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইলে এডিসির ক্ষমতা নিতে পারিলে অনেক সহজ হইত। হয়ত সেই লক্ষ্যে এডিসিতে বিদ্রোহের আগুনে ঘি ঢালা হইয়াছিল। কিন্তু, বিসমিল্লাতেই গলদ পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়াছে। এডিসির ক্ষমতাসীন সিপিএম সতর্ক হইয়া গেল। এই সতর্কতায় কি এডিসির ক্ষমতায় থাকিতে পারিবে সিপিএম। এই প্রশ্নের মুখেই এখন রাজনীতির দিকে সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

এডিসি এরাজ্যে অনেক সংগ্রামের ফলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইন্দিরা গান্ধীই এরাজ্যে এডিসিতে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু করিয়াছিলেন সংবিধান সংশোধন করিয়া। ইন্দিরার এই ভূমিকা সত্বেও পাহাড়ে তাঁহার দল সংগঠন বিস্তার সাফল্য পাইল না। বিজেপি ত্রিপুরার ক্ষমতায় আসীন হইবার পর ত্রিপুরার উপজাতিদের কল্যাণে কতখানি উদ্যোগ হইয়াছে এই আলোচনাও অনেক বেশী জরুরী। বিজেপির জোট শরিক আইপিএফটি তো পৃথক রাজ্যের দাবী হইতে সরিয়া আসেনাই। এই দাবী অবাস্তব জানা সত্বেও তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার মধ্যেও রাজনীতি আছে। বিজেপি এই দাবী সরাসরি নাকচ করিয়া দিয়াছে। আইপিএফটি একক ভাবে এডিসি নির্বাচনে লড়াই করিবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছে। বিজেপি জোট করিবে না একক ভাবে লড়াই করিবে তাহা স্পষ্ট হয় নাই। তবে, একথা ঠিক যে, ত্রিপুরার উপজাতি রাজনীতির ক্ষেত্রে বিজেপি কাঙ্খিত পথে আগাইতে পারে নাই। পাহাড়ে সংগঠন গড়িয়া তুলিলেই হইবে যা উপজাতিদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখিতে হইবে। একথা নিশ্চয়ই বলা যাইবে যে, এরাজ্যে উপজাতিদের নিয়া রাজনীতিই হইয়াছে, প্রকৃত কল্যাণে খুব বেশী পদক্ষেপ নেওয়া হয় নাই। এডিসি নির্বাচন আগাইয়া আসিতেছে। এখনই রাজনৈতিক দলগুলিকে অনেক বেশী সতর্ক হইতে হইবে। কারণ, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভোটের উদ্যোগ না নিলে উপজাতিদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। আর এজন্যই এডিসি ভোট রাজ্য সরকারের কাছে কার্য্যত একটি বড় চ্যালেঞ্জ। একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এরাজ্যে স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগান তুলিয়া কিছু যুবক রাজ্যের আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া দিল। অশান্তির আগুনে দ্বগ্ধ হইয়াছিল ত্রিপুরা। উন্নয়নের প্রধান শর্তই যেখানে শান্তি যেকোনও মূল্যে তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। কোনও হঠকারি সিদ্ধান্ত বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিতে পারে। এডিসি এলাকায় শান্তির নিশ্চয়তা আসিতে পারে মজবুত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইলেই। পিছনের দরজা দিয়া ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র সমস্যা ডাকিয়া আনিতে পারে। সুতরাং সতর্ক পদক্ষেপ এডিসিতে শান্তির পরশে উন্নয়ন তরান্বিত করিতে পারে।

অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ মধ্য কলকাতার স্কুলে

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : বুধবার সকাল থেকে ফের সেন্ট জোসেফ স্কুলে শুরু হল অভিভাবকদের বিক্ষোভ । মধ্য কলকাতায় স্কুল থেকে শুরু হয়ে মিছিল নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, সেন্ট্রাল এভিনিউ হয়ে আবার স্কুলের সামনে গিয়ে শেষ হয় ।গত শুক্রবার মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন দশম শ্রেণির ছাত্র তূণীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় তার স্কুলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অভিভাবকরা। স্কুলের অধ্যক্ষা জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণের দাবি তুলে বৌবাজার সেন্ট জোসেফ স্কুলের অভিভাবক ও প্রাক্তন ছাত্ররা এই বিক্ষোভ দেখান।

আজ সকাল আট'টায় স্কুলের গেট থেকে মোমবাতি মিছিল বের করেন প্রায় ৫০০ অভিভাবক এবং শতাধিক প্রাক্তনী। তূণীরের বাবার এই মিছিলে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে শেষ মুহূর্তে তিনি এসে পৌঁছাতে পারেননি।

অভিভাবক এবং প্রাক্তনীদের দাবির সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন স্কুলের শিক্ষিকাদের একাংশ। সদ্য এবং পাঁচ বছর আগে অবসরপ্রাপ্ত দুই শিক্ষিকা জানিয়েছেন, মূলত জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচার ও যথেচ্ছাচার না মেনে নিতে পারায় তারা বাধ্য হয়ে স্বেচ্ছবসর নিয়েছেন।

ছেলের মৃত্যুতে স্কুলের পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন তূণীরের বাবা-মা। অভিযোগ, পুজোর পর ষান্মাসিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ। ফল কারও ভাল হয়নি। তার মধ্যেই প্রস্তুতি পরীক্ষা এক মাস এগিয়ে আনে স্কুল কর্তৃপক্ষ। চাপ নিতে না পেরেই তূণীরের এই চরম পরিণতি। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে অধ্যক্ষের অপসারণের দাবিও ওঠে। অবশেষে চাপে পড়ে প্রস্তুতি পরীক্ষা পিছিয়ে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলের তরফে অবশ্য অধ্যক্ষের দোষ অস্বীকার করা হয়েছে।

দুইয়ের অধিক সন্তান : রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক বলেছেন কংগ্রেস নেতা হরিশ

গুয়াহাটি, ২৩ অক্টোবর (হি.স.) : দুইয়ের বেশি সন্তানের বাবা বা মা এখন থেকে পাবেন না সরকারি চাকরি। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়েছেন জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসি নেতা তথা অসমে দলের পর্যবেক্ষক হরিশ রাওয়াত।

গত ২১ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের পৌরোহিত্য অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আগামী ২০২১ সালের ১ জানিয়ারি থেকে দুইয়ের অধিক সন্তানের জনক বা জননীকে সরকারি চাকরির জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না, চাকরি-তো দূর। গতকাল খোদ মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা স্বীকার করেছিলেন। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে এর তীব্র বিরোধিতা করেছেন জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতা হরিশ রাওয়াত। তিনি বলেন, সরকারের এই সিদ্ধান্ত নাগরিকদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করবে। এই সিদ্ধান্তের কখনও তিনি বা তাঁর দল কংগ্রেস কখনও সমর্থন করে না এবং করবেও না, বলেন রাওয়াত।

রাওয়াত আরও বলেন, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিজের জন্মের ওপর অধিকার নেই এমন যুবককে কা করে সরকার নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে! এটা এক নির্দয় সিদ্ধান্ত।"

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে অসম বিধানসভায় জনসংখ্যা নীতি এবং মহিলা সশক্তিকরণ সংক্রান্ত এক আইন পাশ করা হয়েছিল। এই আইনে বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে।

দারিদ্র্য দূরীকরণে নোবেলজয়ী অভিজিৎ

নারায়ণ দাস

পুজো আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই সারা বিশ্বের বাঙালিদের কাছে সেরা খবর। বাঙালি আবার বিশ্বজয়ী। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এই বছরের অর্থনীতির নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। তাঁর সঙ্গে পুরস্কার ভাগ করে নিলেন তাঁর স্ত্রী এবং একদা ছাত্রী এসফার ডুফলো। আর একজন হলেন হার্ভার্ডের অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্রোমার। পৃথিবীব্যাপী দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজে পরীক্ষামূলক পত্র ও দিশার স্বীকৃতি হিসেবে এল এই পুরস্কার। ১৯৯৮ সালের পর আবার। সেবার অমর্ত্য সেন অর্থনীতির নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। সুতরাং অভিজিৎ বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করলেন। তার জন্য দেশবাসী ও গর্বিত।

এই নিবন্ধটা যখন লিখছি তখন আরেক বঙ্গসন্তান সৌরভ গাঙ্গুলি, প্রাক্তন ভারত ক্রিকেট অধিনায়ক, সিএবির সভাপতি, ভারতের ক্রিকেট বোর্ডের মসনদে বসলেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন তাঁর যোগ্যতার নিরিখে। সৌরভের মুকুটে নতুন পালক যোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় সৌরভ প্রেমীরা আনন্দের জোয়ারে ভাসছেন। তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা আসছে প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক এবং ক্রিকেটারদের কাছ থেকে। সুতরাং বাঙালি যে এখনও শীর্ষে বিচরণ করার যোগ্যতা রাখে তার প্রমাণ পাওয়া গেল মহারাজের ভারতের ক্রিকেট প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্তিতে তিনি ক্রিকেটের আরও উন্নতিকল্পে কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

এখন কলকাতা তাকিয়ে আছে কখন এই নোবলেজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী আগমনের অপেক্ষায়। তাঁর স্কুল সাউথ পয়েন্ট এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষকরাও এই বিশ্বজয়ীকে বরণ করার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষারত। বস্টনে তাঁর আবাসে পুরস্কারের সংবাদ পেয়ে তিনি মনে করেন অর্থনীতির দুনিয়ায় আরও অনেক যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন। বিদ্যা যে মানুষকে বিনয়ী করে এটা তারই প্রকৃত উদাহরণ। তবে তিনি বলেছেন, 'এটা খুবই ভাল হল যে, যে পদ্ধতিতে আমরা কাজ করেছি তা স্বীকৃতি পেল, প্রতিষ্ঠা পেল। কারণ তিনি বলতে ছাড়েননি,যখন তিনি গবেষণামূলক কাজ শুরু করেছিলেন, তখন শুনতে হয়েছে নানা কথা, নানা সমালোচনা, কাজের কার্যকারিতা। কিন্তু এ তার কাজের আগ্রহকে একটুও দমাতে পারেনি। উল্টে বিপুল উৎসাহ নিয়ে তিনি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এটা তাঁর পরিশ্রমের স্বীকৃতি।

কলকাতায় যেখানে তিনি বড় হয়েচেন, পড়াশোনা করেছেন, সেই মহানির্বাণ রোডের বস্তিতে বসবাসরত মানুষের অভাব ও দাঁগ্রিদ্র্যের ছবি তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। দেখেছেন দারিদ্র-পীড়িত মানুষগুলি কীভাবে অভাবের সঙ্গে নিত্য লড়ে ভাত জোগাড় করছেন। দু'বেলা খাবারও তাদের জোটেনি। এই দারিদ্র্য চির কমবয়সী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রভাবিত করপরই তিনি ধীরে ধীরে কেন এই অভাব, কেন এই দারিদ্র্য তার জন্য অনুসন্ধানে নেম পড়েন।

ছোটবেলায় দেখা এই দারিদ্র্য তাঁকে শিখিয়েছিল, অভাবী এবং দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত যাঁরা, তাঁরা আর পাঁচজন মানুষের মতোই। তাঁদেরও আশা আকঙ্খা আছে, তাঁরাও সুখী জীবনযাপন করতে চান। বিত্তবানদের সুখে থাকা, তাদের মনকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু তারা অসহায়ের মতো তা দেখে। কিছু করার নেই, কারণ তাদের অর্থের অভাব, রুজি রোজগারের চিন্তা মন জুড়ে। তাই টাকা থাকা আর না থাকাটাই আসল কথা। এটাই তাদের সঙ্গে অন্যদের যাদের টাকা আছে ফারাক করে দেয়। দরিদ্র যারা তারা অভাবী, এই হিসেবেই তাদের দেখা হয়েছে। তাদের ভিতর যে 'সুন্দর জিনিস'গুলি রয়েছে, তা বিকশিত হতে পারছে না। শুধু দারিদ্র্যের কারণেই। তাদের যদি অর্থের চিন্তাই দিনভর করতে না হত, তা হলে তারাও তাদের মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলে সমাজের কল্যাণে নিজেদের নিয়োগ করতে পারত। দারিদ্র্যই তাদের মাথা সোজা করে দাঁড়াতে দিচ্ছে না।

নোবলজয়ী বলেছেন, এমন কোনও ম্যাজিক নেই, যার সাহায্যে দারিদ্র্য তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যাবে। তাঁর মতে, যেখানে যে সমস্যা, তার সমাধান কী করে সম্ভব, তা খুঁজে বের করতে হবে। যারা গরিব, তারা জানেই না কী করে অভাব দূর করতে হবে---সেই প্রয়োজনীয় তথ্য তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তাদের সুযোগসুবিধে এনে দিলে, তারাই একটা সময় ভাল জিনিসটা, কোনটা মঙ্গল, কেমনটা হিতকর, নিজেরাই বেছে নিতে পারবে। এটা পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, এই পথেই এগোতে হবে। এখন দেখার তার নির্দেশিত পথ, বা পদ্ধতি কতটা সরকার কাজে লাগায়। কারণ স্বাধীনতার পর যত সরকার এসেছে, কমবেশি সব সরকারই দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণেণ কাজ নিয়ে লম্বা লম্বা কথা বলছেন। অভাবী মানুষের অভাব মোচনে প্রাণপণে পরিশ্রম করবেন তার জন্য অঙ্গীকার করেছেন। সব সরকারই চেয়েছে দারিদ্র্য-মুক্ত ভারত, সব সরকারই অভাবীদের জন্য চোখের জল ফেলেছে। বর্তমান সরকারও বলছে উন্নত ভারতে দারিদ্র্য থাকবে না, থাকবে না বেকারত্ব। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, দারিদ্র্য যেমন ছিল, তেমনি আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত হচ্ছে—ঘরে ঘরে শিক্ষিত বেকারদের হাহাকার সুতরাং দারিদ্র্য যে শিকড় গেড়ে বসেছে, বসেছেই। অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়রা দারিদ্র্য মোচনের জন্য যে পথে হেঁটেছেন, সেই পথে সরকারের কাতে কতটা ফলদায়ক, এখন সেটাই ভাবার।

আবার রাজনীতিটাও এসে গেছে সঙ্গে সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রীর নোবেল জয়ে অভিনন্দন জানিয়ে বাণী পাঠিয়েছেন তাঁর নোবেল প্রাপ্তির খবর দুনিয়াময় ছড়িয়ে যাওয়ার চার ঘণ্টা পরে। তিনি বার্তায় বলেছেন, দারিদ্র্য দূরীকরণেণ ক্ষেত্রে তাঁর (অভিজিৎ) অবদান উল্লেখযোগ্য। এই দেরি কেন? প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। প্রথম পর্বের শাসনে প্রধানমন্ত্রী ডিমনিটাইজেশনের (নোটবন্দি) সমালোচনা করেছিলেন অভিজিৎবাবু। বলেছিলেন, এর ফলে একটি কঠিন আর্থিক সঙ্কটের সৃষ্টি হতে পারে।

কথাটা যে মেলেনি তাও নয়। নোটবন্দির ফলে অশেষ দুর্গতি নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনে। বহু ছোট, মাঝারি শিল্প সংস্থার ঝাঁপ বন্ধ হয়েছে। হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ বেকার হয়ছেন কাজ চলে যাওয়ার পর। অপরদিকে যে উদ্দেশ্যে এই কাজ তা সফল হয়নি, কালো টাকা ফিরে আসেনি। সেটা তো ২০১৬ সালের কথা। নোট বাতিল আর্থিক ক্ষেত্রে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল, তার থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেনি ভারত। এখনও এই সঙ্কটে জর্জারিত সরকার। এই নোটবন্দির সমালোচনা করেছিলেন আরেক নোবলজয়ী বঙ্গসন্তান অমর্ত সেন, তাও সরকার ভালভাবে নেয়নি। সম্প্রতি অভিজিৎবাবু বলেছেন, 'আমার মতে ভারতের অর্থনীতির হাল খুব খারাপ। অর্থনীতির গতি দ্রুতহারে শ্লথ হচ্ছে। সরকারও সেটা বুঝতে পেরেছে। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কিছু পরে বস্টনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেছেন এই নোবলে বিজয়ী। গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস তার ইস্তাহারে একটি ন্যায় প্রকল্পের কথা বলেছিল। এই প্রকল্পানুযায়ী দেশের ২০ শতাংশ চরম দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক বছরে ৭২০০০ টাকা পাবেন। সেকথা সোনিয়া ও রাহুল গান্ধি তাঁদের অভিনন্দন বার্তায় উল্লেখ করেছেন। এই কারণেই কী প্রধানমন্ত্রী নোবেল বিজয়ীকে শুভেচ্ছা জানাতে এত দেরি করলেন? এই সময়ে ঠিক করলেন ঠিক কতটা বাল যায়। কোনও কোনও মহলে সেই কথাই কিন্তু শোনা যায়।

এখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দুই নোবেলজয়ীকে সামলাতে হবে। অমর্ত্য সেনও অবহেলিত দলিতদের ওপর আক্রমণের নিন্দা করেছেন। মুক্তমনে কথা বললে, মনের ভাব ব্যক্ত করলে যে বাধা আসছে, তারাও সমালোচনায় তিনি সরব হয়েছেন। বিজেপি নেতৃত্ব তা ভালভাবে নেয়নি। রাজ্যের এক ওজনদার বিজেপি নেতা বলেছেন, 'উনি (অমর্ত্য সেন) সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ান, হঠাৎ হঠাৎ এখানে এসে কিছু না জেনেই নানা মন্তব্য করেন।' বর্তমানে দেশের অর্থনীতি যে সঠিক পথে চলথে না, তা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদরাও। এমনকী বর্তমান অর্থমন্ত্রীর স্বামীও এই সঙ্কটের কথা স্বীকার করেছেন।

নোবেল পাওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত অমর্ত্য সেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দারিদ্র্য বিষয়ে নতুন ধরেন মূল্যবান কাজ এঁরা করেছেন এবং সেই কাজের ফল নানা দিক দিয়েই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের সাহায্য করবে।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'ঘরের ছেলে' এই নোবেলজয়ীকে অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি সম্প্রতি বালিগঞ্জের আবাসনে গিয়ে তাঁর মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে ছেলের অসামাম্য কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিজিৎবাবুর মা নিজেও একজন অর্থনীতির গবেষক, বলেছেন তিনি ভেবেছিলেন তাঁর ছেলের নোবেল পেতে আরও বছর পাঁচেক দেরি হবে। বলেছেন, ওরা যে কাজ করেছে তা খুব মূল্যবান। অভিজিৎবাবুর বাবা দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সির অর্থনীতি বিভাগের প্রধান ছিলেন। তখন অভিজিৎবাবুও ছাত্র হিসেবে তাঁর ক্লাস করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণাপব্ধ ফল পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের কাজে লাগানো হবে। তা কীভাবে তা ঠিক হবে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে। রাজ্য সরকারের তরফে নোবেলজায়ীকে নাগরিক সম্বর্ধনাও জানানো হবে। সম্বর্ধনা জানাবে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে তিনি পড়ুয়া ছিলেন। কলকাতায় এসে তিনি পরিবারের সঙ্গেই কাটাবেন, তাই রাজ্য সরকারের তরফে তাঁর সম্মানে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ত করা হবে না।

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সদ্য নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখাবয়ব দেওয়ালে বসানো হবে। সেই সঙ্গে বসানো হবে আরেক নোবেলজায়ী অমর্ত্য সেনের মুখাবয়বও। দু'জনেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী। প্রেসিডেন্সির 'হল অব ফেম'-এও যুক্ত করা হবে অভিজিতের নাম। তাছাড়া এবার অর্থনীতির তিনজন নোবেল বিজয়ীকে ডিলিট উপাধিতে ভূষিত করা হবে। প্রেসিডেন্সির এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। কৃতীরা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান পাক, তা সবারই কাম্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নেতাজির 'হোমফ্রন্ট'

অন্তরালের নীরব যোদ্ধা সুধীররঞ্জন বক্সী

দীপঙ্কর ঘোষ

হাজার বছরের পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি, নুয়ে পড়া ভারতবাসীকে তিনি শৌর্য-বির্যর-মর্যাদার বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর হিন্দু, মুসলমান, শিখ এবং সর্বধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় গঠন করেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। যে ফৌজের আঘাতে দুধর্ষ ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধুলায় লুটিয়ে পড়ে।

যুদ্ধ জয়ের অবশ্য প্রয়োনীয় অংশ হচ্ছে সিক্রেট সার্ভিস। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামরিক প্রস্তুতি বিষয়ে এই সকল গুপ্ত সংবাদ আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধভিযানের পক্ষে অপরিহার্য সহায়ক। নেতাজি আজাদ হিন্দ সরকারের গুপ্ত কাজ শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ দপ্তর তৈরি করেন। নেতাজি জানতেন জাপানের সহায়তায় আজাগ হিন্দ বাহিনী ভারতের অভ্যন্তরে যত অগ্রসর হবে, ততই ইংরেজ সরকার নানারকম ছল অবলম্বন করে, ভারতের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে আজাগ হিন্দ বাহিনীর বিরুদ্ধে করে তুলতে সচেষ্টা হবে।

আগামীকাল একুশ অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দু সরকারের সাতাত্তরতম প্রতিষ্ঠা দিবস। আসুন আজ নেতাজির 'হোমফ্রন্ট'-এর সিক্রেট সার্ভিসের এখ নীরব যোদ্ধা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র, নিরহংকারী, সকলের বিশ্বস্ত 'গাইড' সুধীররঞ্জন বক্সীকে স্মরণ করি। কারাভ্যান্তরে যাঁর প্রতি নৃশংস অত্যাচার করে ঘৃণিত ইংরেজ পুলিশ , ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সুধীররঞ্জনের মামা, দাদা, বেঙ্গল ভলন্টিয়ার্সের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী, সহ মেজর সত্য গুপ্ত ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, জ্যোতিষ জোয়ারদার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা সকলেই তখন জেলে। দাদা সত্যরঞ্জন জেলে থাকায় তাঁদের যৌথ পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব সামলানোর ভার এসে পড়ে সুধীররঞ্জনের উপর। এতদিন দাদা,মামার নির্দেশে বহু গোপনীয় কাজ সুদীর করে এসেছেন। বি ভি এর নেতৃবৃন্দরা জেলে থাকায় নেতাজির বার্তা গ্রহেণর জন্য সুধীর দা প্রস্তুত থাকতেন। বাস্তবে হলেও তাই। এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যার অপেক্ষায় ছিলেন সুধীর। নেতাজি প্রেতি দূত টি কে রাও-এর সঙ্গীরা তখন যোগাযোগ করলেন নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বসু ও সুধীর বক্সীর সঙ্গে। সুধীরের জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়। যে জীবনের চলার পথে প্রতিটি পদে পদে রয়েছে মৃত্যুর হাতছানি। ভারতে ইংরেজদের গতিবিধির খবর জোগাড় করে নেতাজির কাছে পাঠানো। হৈ দুরূহ কাজে সুধীরকে নিয়োজিত করা হল। এঁদের মাধ্যমে টি কে রাও তখন পলাতক, গা ঢাকা দিয়ে থাকা অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সমর্থ হন। যোগাযোগ হতেই নেতাজির কাছ থেকে বার্তা এল, 'মাই গ্রিটিংস টু বি ভি লিডার্স। ৪২' সাল থেকেই দাদার অবর্তমানে পরিবারের দেখভাল করার জন্য তখন চাকরি সন্ধানে ঘুরছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। পিওর ম্যাথেমেটিক্স-এর প্রথম শ্রেণিতে তৃতীয়। বিজ্ঞানের অন্য শাখার বিষয়ে অগাধ জ্ঞান। অধ্যাপকের চাকরির জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে আবেদন করেছেন। অপেক্ষা করছেন অধ্যাপকের চাকরি পাওয়ার আশায়। কিন্তু কি এক অজানা কারণে সুধীরের চাকরি হল না। পরে জানা যায়, সুধীরের পরিবারের সকলে স্বদেশি আন্দোলনে, যুক্ত, তাই তাঁকে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করা হয়নি। চাকরির তখন ভিষণ প্রয়োজন।

কলকাতা কর্পোরেশন তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সুধীরের চাকরি হয় কর্পোরেশনে। স্বাধীনতার পরে সেই কলকাতা কর্পোরেশনেই হয়েছিলেন চিফ অ্যাসেসর এবং গত শতাব্দীর আটের দশকে ভবানিপুর অঞ্চলের নাগরিকদের অনুরোধে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পৌরপিতা হন।

তেত্রিশ বছরের যুবক। ছোটখাটো চেহারা। পরিবারের ছোট ছেল। মা-মোক্ষদাসুন্দরীর বড় আদরের। অল্প বয়সেই পিতৃহারা। পিতা সবন্তকুমার বক্সী এল এম এফ ঢাকা মিডফোর্ড হাসপাতালে এবং আসামের চা-বাগানের ছিলেন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে প্রয়াত হন। মোক্ষদাসুন্দরী পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে তখন অকুল পাথারে। অসহনীয় অভাব অনটনের মধ্যে ছেলে মেয়েদের মানুষ করেছেন অসীম ধৈর্য সহকারে । শত দুঃখের সময়েও ছেলে মেয়েরা যাতে সৎ, চরিত্রবান হয়ে ওঠে সেদিকে ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি। সুধীরের তখন সাত আট বছর বয়স। একদিন পাশের বাড়ির পেয়ারা গাছ থেকে বেশ কয়েকটি পেয়ারা পেড়ে নিয়ে বাড়িতে আসে। সুধীরকে মা জিজ্ঞাসা করে 'কোত্থেকে এই পেয়ারা এনেছিস?' ইশারায় সুধীর জানায়, পাসের বাড়ির বাগান থেকে। কালবিলম্ব না করে মোক্ষদাসুন্দরী তখনই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পাশের বাড়ি যান। গৃহকর্তাকে ডেকে বলেন, 'এই পেয়ারাগুলি আপনাদের গাছ থেকে না বলে আমার ছেলে পেড়েছে। এই পেয়ারাগুলি ফেরত দিতে এসেছি'।

সুধীর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গৃহকর্তা বললেন, 'ছোটছলে কটা পেয়ারা নিয়েছে, তাতে এমন কি দোষের হল, এই বয়সে ওরকম একটু আধটু করেই থাকে।' মোক্ষদাসুন্দরী বললেন, 'দেখুন এই বয়স থেকেই যদি পরের দ্রব্য না বলে নিতে থাকে, তাহলে বড় হয়ে তো চোর হবে। আপনি এই পেয়ারা কটা নিন। আমি চাই সুধীর এটা দেখুক। ব্যক্তিত্বসম্পন্না, উচ্চমনা, কোমলহৃদয় এমন মায়ের গর্ভেই তো সুধীরের মতো বিপ্লবী ছেলে জন্মগ্রহণ করে। **ক্রমশ**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে শিতি ছেলে-মেয়ে তৈরীর আহবান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৩।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ হাজার ৭শ' ৩০টি শিা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্তির ঘোষণা দিয়ে এর নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপরে প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।তিনি বলেন,আপনারা নীতিমালা অনুযায়ী সকল নির্দেশনা পূর্ণ করতে পেরেছেন বলে এমপিও ভুক্ত হয়েছেন। কাজেই এটা ধরে রাখতে হবে।কেউ যদি এটা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়, সাথে সাথে তার এমপিও ভুক্তি বাতিল হবে। কারণ এমপিও ভুক্তি হয়ে গেছে- বেতনতো পাবই, কাশ করানোর দরকার কি, পড়ানোর দরকার কি, এ চিন্তা করলে কিন্তু চলবে না, যোগ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার অপরাহ্নে তাঁর সরকারী বাসভবন গণভবনে নতুন করে এমপিও'র তালিকা ভুক্ত শিা প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম ঘোষণা উপলয শিা মন্ত্রণালয় আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন,আমি আজকে নতুন করে ২ হাজার ৭শ ৩০টি শিা প্রতিষ্ঠানকে এপিও ভুক্ত করলাম। একটি নীতিমালা করে নিয়ে যাচাই বাছাই করে তারপরে এই তালিকাটি তৈরী করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের কথা হচ্ছে আমাদের নীতিমালার যে নির্দেশনাগুলো রয়েছে, যারা সেই নির্দেশনাগুলো পুরণ করতে পারবেন এবং সেই স্কুলগুলো যেগুলোর আসলে প্রয়োজন আছে সেটা বিবেচনা করেই আমরা এমপিও ভুক্ত করবো। কাজেই যারাই এমপিও ভুক্তি চান তাদের এই নির্দেশনা মানতে হবে।শেখ হাসিনা বলেন,সবাইকে মনে রাখতে হবে আমরা করে দিচ্ছি ঠিকই কিন্তু ঐ নীতিমালাগুলো পূর্ণ করতে হবে এবং সেটা অব্যাহত রাখতে হবে। যদি এমপিও ভুক্তির এই সুযোগটাকে অব্যাহত রাখতে চান।

২ হাজার ৭শ' ৩০টি এমপিও ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৩৯টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৯৯৫টি মাধ্যামিক বিদ্যালয়, ৯৩টি কলেজ, ৫৬টি ডিগ্রী কলেজ, ৫৫৭টি মাদ্রাসা এবং ৫২২টি কারিগরি শিা ইনস্টিটিউশন রয়েছে।শিা মন্ত্রী ডা.দীপু মনি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এবং শিা উপমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।শিা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এমপিও ভুক্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের প্রতি ধন্যবাদ এবং এমপিও ভুক্ত নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন,এটা দীর্ঘদিনের একটা চাহিদা ছিল। আমরা এই নিয়ে অনেক দিন থেকেই কাজ করছি। সবাই মিলে কাজ করে একটা তালিকাভুক্ত করে আজ এমপিওভুক্তির ঘোষণা দিতে পারলাম।১৯৯৬ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এমপিওভুক্তি নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,আগে যারা এমপিওভুক্ত ছিল তাদের বেতনের টাকাটা সরাসরি ওই প্রতিষ্ঠানে চলে যেত। যার ফলে অনেক সময় তাদের কাছ থেকে একটা নালিশ আসত, যে তারা ঠিকমতো বেতন পায় না।তিনি বলেন,তখন আমরা ঠিক করি যে, যার যার বেতন তার তার কাছে সরাসরি চলে যাবে এবং প্রতি মাসে একটা পেমেন্ট অর্ডারের মাধ্যমে যার নামে তার টাকার চেকে পৌঁছে যাবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন,এটা করে একটা সুবিধা হলো যে দেখা গেল প্রায় ৬০ হাজার ভুয়া শিক ছিল, যাদের নামে টাকা যেত।তিনি আরো বলেন,যখন আমরা প্রতিজনের নামে মাসিক পে-অর্ডারের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে শুরু করলাম তখন এই ৬০ হাজার শিকের আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

যত্রতত্র শিা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলে শিার সঠিক মানটা আর বজায় থাকে না,উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রচন্ড একটা দাবি ছিল এমপিওভুক্ত করনের, আর এজন্য শিকরা আন্দোলন ও করেছেন। তখন আমরা বলেছি আমরা সবই করবো। কিন্তু একটা নীতিমালার ভিত্তিতে করবো।তিনি বলেন, শিাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দেই বলেই একে একটি নীতিমালার ভিত্তিতে করতে চেয়েছে সরকার। যাতে মান সম্পন্ন শিা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তবে, এই নীতিমালা ঠিক করে একে যাচাই বাছাই করে তালিকাটা করতে একটু সময় লেগে যায়।তিনি বলেন,তাঁর সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে, দেশের বাজেট বৃদ্ধি করে শিা খাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ করেছে, যাতে করে শিাকে আধুনিক এবং বিজ্ঞান সম্মত করে যুগের চাহিদা মোতাবেক প্রযুক্তি নির্ভর করে তোলা যায়।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় সারাদেশে শিা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া কাশ রুম এবং কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট সুবিধা পৌঁছে দিয়ে এবং ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে ঘরে বসে উপার্জনের জন্য তাঁর সরকারের 'লার্নিং এন্ড আর্নিং কর্মসূচি' চালু, কওমী মাদ্রাসার শিা ব্যবস্থাকে শিার মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা এবং শিা সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করনে বিভিন্ন পদপে তুলে ধরেন।প্রধানমন্ত্রী এ সময় জাতির পিতার বক্তৃতার উদ্বৃত করে শিকদেরকে মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে আখ্যায়িত করে তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলায় সুশিায় শিতি সোনার ছেলে-মেয়ে তৈরীর আহবান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,সেই সোনার ছেলে-মেয়ে যেন তৈরি হয় সেই দায়িত্বটা শিকদের ওপরই বর্তায়। কারণ শিকরাই তো মানুষ গড়ার কারিগর। কাজেই তারা সেটা করবেন। ইনশাআল্লাহ, বাংলাদেশকে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলব।শিার্থীরা স্কুল পর্যায় থেকেই যাতে কারিগরি শিা বা ভোকেশনাল ট্রেনিং নিতে পারে সে দিকে ল্য রেখে সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন,আমদের ছোট-ছোট বাচ্চাদের ভেতরে অনেক মেধা লুকিয়ে আছে। তারা অনেক কিছু তৈরি করতে পারে। সেটা বিকাশের একটা সুযোগ আমাদের করে দেয়া দরকার।তিনি বলেন,শুধু উচ্চশিা নিয়ে, ডিগ্রি নিয়ে তো লাভ নাই। তাকে তো কিছু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু করে খেতে হবে। সেটার ব্যবস্থা যাতে করতে পারি, যা দেশে-বিদেশে যেখানেই হোক। সেটাকেই আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। সেভাবেই আমরা করে যাচ্ছি।

বাংলাদেশ ২০৪০ সাল নাগাদ ধূমপান মুক্ত হবে : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৩।। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, সরকার তামাক সেবন বন্ধে নানা ধরনের কার্যকরী পদপে গ্রহণ করেছে। তাই ২০৪০ সালের মধ্যেই দেশ ধূমপান মুক্ত হবে। বুধবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে তামাক বিরোধী একটি সভায় বক্তব্যদান কালে তিনি এ কথা বলেন।মন্ত্রী বলেন,ধীরে ধীরে ধূমপায়ীদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। আমি আশা করছি যে দেশ ২০৪০ সাল নাগাদ তামাক মুক্ত হবে।প্রজ্ঞা (প্রবৃদ্ধির জন্য জ্ঞান) ও আত্মা (এন্টি টোবাকো মিডিয়া অ্যালাইয়েন্স) যৌথভাবে 'টোবাকো ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারফেয়ারেন্স ইনডেক্স: দ্য এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ ইম্পিমেন্টেশন রিপোর্ট, বাংলাদেশ ২০১৯' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন উন্মোচন অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

এ ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে 'প্রজ্ঞা টোবাকো কন্টোল জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড ২০১৯' প্রদান করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড়আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন (আইপিইউ) এর সাবেক সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী, এমপি।

ড়হাছান বলেন, গত দশ বছরে ধূমপায়ীর সংখ্যা ব্যাপক হ্রাস পেয়েছে। তামাক সেবনের বিরুদ্ধে দেশে অনেক আইন আছে। তাই, তামাক সেবনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে আমাদের ব্যাপক প্রচারণা চালানো উচিৎ।তথ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি তার বাবা কাছে জীবনেও ধূমপান না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই তিনি ধূমপান করেন না।আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান ই-সিগারেট নিষিদ্ধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে বলেন, স্বাস্থ্যের উপর এর বিরূপ প্রভাবের কথা বিবেচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।তিনি এ ব্যাপারে আরো বলেন,আমাদের দেশে ই-সিগারেট আমদানী নিষিদ্ধ করা উচিত। ই-সিগারেট আমদানীকারকদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ই-সিগারেট নিষিদ্ধের ব্যাপারে পদপে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে ড়হাছান বলেন, ভারত ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করেছে। আমরাও এটা করতে পারি।মন্ত্রী আরো বলেন, বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই ই-সিগারেটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, সরকারের বিভিন্ন পদপে ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির কারণে ১৮ বছরের বেশি ধূমপায়ীর সংখ্যা ৩৫ু হ্রাস পেয়েছে। এক দশক আগে ধূমপায়ীর হার প্রায় দ্বিগুণ ছিল।

সাবের হোসেন বলেন, 'একটি উন্নত জাতি গঠনের জন্য প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য সেবা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। আর সরকার েেত্র কাজ করে যাচ্ছে।'এর আগে, শ্রেষ্ঠ প্রতিবেদন করার জন্য প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার তিনজন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়। সাংবাদিকরা হলেন- বাংলানিউজ২৪.কম এর এস এম শরিফুল ইসলাম সুমন, দৈনিক প্রথম আলোর সুহাদা আফরিন ও সময় টেলিভিশনের মামুন আব্দুল্লাহ।ড় হাছান মাহমুদ তাদের হাতে পুরস্কার, সনদ ও চেক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জিজিটিসি থামাসাত ইউনিভার্সিটি, থাইল্যান্ড এর গ্লোবাল রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি'র প্রধান ড় মেরি আসুন্তা, সিনিয়র সাংবাদিক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুল, গ্লোবাল হেল অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটর বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মো. রুহুল কুদ্দুস ও প্রজ্ঞার নির্বাহী পরিচালক এবিএম জুবায়ের। প্রজ্ঞা হেড অব টোবাকো কন্ট্রল মো. হাসাব শাহরিয়ার ও আত্মা আহ্বায়ক মুর্তোজা হায়দার লিটন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। আত্মার সমন্বয়ক নাদিয়া কিরণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রজ্ঞা'র নির্বাহী পরিচালক এবিএম জুবায়ের স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

সরকারের অপসারণ ছাড়া বাংলাদেশে সুশাসন আসবে না: মির্জা আব্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৩।। শুধু গুটিকয়েকজনকে গ্রেপ্তার কিংবা অব্যাহতি দিয়ে নয়, সরকারের অপসারণ ছাড়া দেশে সুশাসন আসবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস।

বুধবার জাতীয় প্রেস কাবে দুপুরে এক সমাবেশে তিনি বলেন, আজকের পত্রিকায় দেখলাম, ক্যাসিনো অপরাধে ওমর ফারুকের ব্যাংক হিসাব ফ্রিজ করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতিকে অব্যহিত দেওয়া হয়েছে।মানুষ তো এসমস্ত টোকাইদের বহিষ্কার দেখতে চায় না, মানুষ তো এই নৈশভোটের সরকারের অপসারণ চায়। আমি বলতে চাই, একমাত্র এই সরকারের অপসারণ ব্যতিত কখনই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ড ও ভোলার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে মির্জা আব্বাস বলেন, আবরারের হত্যার পর যেসব ছেলেরা গ্রেপ্তার হয়েছে পত্রিকায় এসেছে, তারাসহ অনেক ছেলেই বলেছে, বড় ভাইরা বলেছে আমরা ধরে এনেছি, অনেক ছেলে বলেছে বড় ভাই বলেছে আমরা মেরেছি। এই যে আমাদের দেশটাকে এভাবে মেধাশূন্য করা হচ্ছে।

আজকে আওয়ামী লীগের ভাইয়েরা ভাবছেন- এতো বিএনপির ওপর অত্যাচার হচ্ছে, বিএনপিকে শেষ করে দিতে হবে। আরে ভাই, যাদের নির্দেশে আওয়ামী লীগের ভাইয়েরা আপনারা এই কাজটা করতেছেন, একদিন যে আপনাদের ধরবে না ওইটা জানেন কিভাবে? সেই সময় দেরি নয়, আপনাদের ওপরেও এই জুলুমটা আসবে।তিনি বলেন, আবরার মারা গেল, আমাদের বিএনপির বহু নেতাকর্মী গুম হল, সেই দিন ভোলার বোরহানউদ্দিনে পাখির মতো গুলি করে মেরে ফেলল, আবার সেই গুলির ব্যাপারে খুলনার এক সাংবাদিক ভাই কথা বলছিল তাকে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে গ্রেপ্তার করা হল।দেশের স্বাধীনতা কোথায় গেল? দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন দেশ বাঁচাও, এজন্যই তাকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে এবং জেলে বন্দি থাকতে হয়েছে।

ছয়ের পাতায়

সংঘর্ষের পর রা পায়নি বাংলাদেশের ভোলার বোরহানউদ্দিনের হিন্দু পল্লী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৩।। ফেইসবুকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে উত্তেজিত মুসলিমদের জড়ো করে যেভাবে হামলা হয়েছিল রামুর বৌদ্ধপল্লীতে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের হিন্দু পল্লীতে- ঘটনাচক্র তেমনটি না হলেও সাম্প্রদায়িক এই আঘাত থেকে রা পায়নি ভোলার বোরহানউদ্দিনের হিন্দু পরিবারগুলো।

এক হিন্দু তরুণের ফেইসবুক আইডি হ্যাক করে 'অবমাননাকর' পোস্ট ছড়ানোর পর গত রোববার বোরহানউদ্দিনের ঈদগাঁ মাঠে সমাবেশ ডেকেছিল 'মুসলিম তাওহিদী জনতা'। ওই সমাবেশ থেকে পুলিশের ওপর হামলার পর তাদের প্রতিরোধে নিহত হয়েছিলেন চারজন।এই সংঘর্ষ ও প্রাণহানি দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হলেও অনেকটা আড়ালে থেকে যায় ওই সংঘর্ষের পর পাশের হিন্দু পল্লীতে উত্তেজিত মুসলিমদের ভাংচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনা।বোরহানউদ্দিন ঈদগাহ মাঠে সংঘর্ষে পরপর প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রবীন্দ্র পল্লীতে (ভাওয়াল বাড়ী) হিন্দুদের একটি মন্দির ও নয়টি বাড়িতে ভাংচুর চালানো হয়।সেদিন দলবেঁধে হিন্দু বাড়ি-মন্দিরে হামলা যে ভীতি ছড়িয়েছিল, তা থেকে এখনও বের হতে পারেননি আক্রান্তরা।

আক্রান্ত ষাটোর্ধ আভা রাণী দাস বলছেন, ঈদগাঁ মাঠে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের খবরে দশ্চিন্তায় পড়েছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি এতটা খারাপ হবে তা ঘুণারেও চিন্তায় আসেনি। কিছু বুঝে উঠার আগেই একদল লোক চলে আসে তাদের পাড়ায়।কলাপসিপল গেটের বাইরে তালা দিয়ে ঘরের ভেতরে আশ্রয় নেন আভা রাণীর পরিবারের ৬-৭ সদস্য। ভেতরে তারা আছে, তা যেন কেউ বুঝতে না পারে সেজন্য ঘরের সব লাইট-ফ্যান বন্ধ রাখা হয়।

ঘরের পাশের মন্দিরে প্রতীমা আর আসবাব তছনছ করে হিন্দুদের বাড়িমুখো হয় আক্রমণকারীরা। আভা রাণীদের ঘরের জানালা ভেঙে অন্য বাড়ির দিকে চলে যায় তারা।চার দিন পরে যখন ওই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন আভা রাণী, তখন উত্তেজিত সেসব জনতার আক্রমণের দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে আতঙ্ক ফুটে ওঠে তার চোখেমুখে।কী হল, তা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না বলে জানান তিনি।

আভা বুধবার বলেন,বেলা সাড়ে ১১টার দিকে কয়েকশ লোক আসে। মন্দিরের ঠাকুর আর সব জিনিস ভাঙতে থাকে। এরপর আমাদের ঘরে এসে জানালার থাই গ্লাস ভেঙে চলে যায়। যাওয়ার সময় বলে, এই ঘরে কেউ নাই চল।পরিবারের নারী সদস্যদের নিয়ে বেশি শঙ্কায় ছিলেন বলে জানান।এমন ঘটনা আর কখনও দেখিনি,বলেন আভা রাণী।একটি হিন্দু বাড়িতে ভাংচুর চালিয়েই ান্ত হয়নি আক্রমণকারীরা, ফেরার পথে ওই বাড়িতে আগুনও দেওয়া হয়। আরেকটি বাড়ির সামনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটি মোটরসাইকেল।স্থানীয়রা জানান, রবীন্দ্র পল্লীতে প্রায় ৪০টি পরিবারের বাস। ৩৫টি হিন্দু বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে বাকিগুলো মুসলিমদের।হিন্দু বাড়ির মধ্যে চার-পাঁচটি মুসলিম বাড়ি থাকলেও সবার সঙ্গে সম্প্রীতি রয়েছে বলেই জানান আভা রাণী। তিনি বলেন, হামলাকারীরা এই এলাকার নয়। আমরা কাউকে চিনি নাই।মুসলিমদের কারণে পেছনের দিকে কয়েকটি হিন্দু বাড়ি রা পেয়েছে বলে জানালেন আভা রাণী। তিনি বলেন,পেছনের দিকে কিছু হিন্দু বাড়ি আছে। যখন ওদিকে ভাঙতে যায়, তখন মুসলমান এক পরিবারই বলছে, এগুলো আমাদের। পরে ওই বাড়িগুলো রা পায়। বুধবার ওই এলাকায় ঘুরে ভাংচুরের পরে যে অবস্থায় ছিল ওই অবস্থায় বাড়ি ও মন্দিরগুলো দেখা যায়। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে স্থানীয়দের বক্তব্য নিয়েছে জেলা প্রশাসন গঠিত তদন্ত কমিটি।

মেয়ের টিউশনি আর নিজের শ্রমে সংসার চলে রবীন্দ্র পল্লীর নারায়ণ চন্দ্র দের। হামলাকারীরা দরজা বন্ধ পেয়ে টিনের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে সব তছনছ করে। সব বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়ে ফেরার পথে এক পাশে আগুনও ধরিয়ে দেয় তারা।যখন আক্রমণকারীরা আসে তখন পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মী রাণী দাশ এবং মাস্টার্স পড়ুয়া মেয়ে স্মৃতি দে।

সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে লক্ষ্মী রাণী বলেন,২৫-৩০ জন ভাগাভাগি হয়ে বাড়িগুলোতে হামলা চালায়। আমাদের ঘরের সামনে তুলসি গাছ আর ঠাকুরের ছবি দেখে আমাদের ঘরে হামলা করে। দরজা বন্ধ থাকায় টিনের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢোকে।একে একে সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। পানি যে খাব সেই পাত্রটিও নেই। আমার চাল রাখার একটি ড্রাম ছিল, সেটাও ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে।তার মেয়ে স্মৃতি দে বলেন,আমাদের ঘর ভেঙে ওরা পেছনের দিকে যায়। পরে সেখান থেকে ফিরে আসে। যাওয়ার সময় দুইজন বলে, এই বাড়ি পোড়ায়া দে। পরে কাপড় চোপড় আর ভেতর থেকে তোষক এনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

স্বল্প আয়ের এই সংসারে আবার কীভাবে ঘর গোছানো আর আসবাবের ব্যবস্থা হবে, তা নিয়ে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না লক্ষ্মী রাণী।তিনি বলেন,মেয়ের টিউশনি আর ওর বাবার কিছু আয় দিয়ে সংসারটা চলত। এখন কীভাবে কী হবে, জানি না। ওরা তো আমার সবই শেষ করে দিয়েছে।ঘর ধ্বংসের পর এক প্রতিবেশী ও আত্মীয়র বাড়িতে ভাগাভাগি করে আশ্রয় নিয়েছেন নারায়ণ চন্দ্রের পরিবারের চার সদস্য।

হিন্দু বাড়ি ও মন্দিরের পাশাপাশি পিয়াস চৌধুরী নামে এক ব্যবসায়ীর দোকান ভাংচুরের ঘটনাও ঘটেছে। এ ঘটনায় ৪০০-৫০০ অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে আসামির করে মঙ্গলবার মামলা করেছেন ভাওয়াল বাড়ি শ্রী শ্রী গৌর নিতাই আশ্রমের সভাপতি সত্য প্রসাদ দাস।ঘটনার দিন নিজেও আক্রান্ত হওয়ার কথা বুধবার জানান সত্য প্রসাদ।তিনি বলেন, রোববার দুপুরের দিকে একদল সন্ত্রাসী এসে মন্দিরে হামলা করে প্রতীমা ভাংচুর করে, আসবাব ভাংচুর করে এবং হিন্দু পল্লীর বাড়ি-ঘরে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে।আমি একজন বুড়ো মানুষ, তবুও তারা আমাকে মারধর করেছে। এমন পরিস্থিতি ছিল, কোনোভাবেই কিছু রা করতে পারিনি। এখন আমরা চাই যারাই এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের বিচার হোক এবং আমরা যেন তিপূরণ পাই। বোরহানউদ্দিন থানার ওসি ম. এনামুল হক বলেন, হিন্দু বাড়ি ও মন্দিরে হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে।আমরা প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তারের জন্য কাজ করছি।

বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত: বিসিবি সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৩।। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান বলেছেন, আলোচনার জন্য তারা প্রস্তুত হলেও ধর্মঘটী ক্রিকেটারদের সাড়া পাচ্ছেন না।জাতীয় দলের ভারত সফরের আগে ক্রিকেটারদের আকস্মিক ধর্মঘট নিয়ে ব্যাপক আলোচনার মধ্যে বুধবার দুপুরের পর গণভবনে গিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন সংসদ সদস্য নাজমুল।

বুধবার দুপুরের পর তিনি যখন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে ঢোকেন তখন তা সঙ্গে বিসিবি পরিচালক ও ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশেন অব বাংলাদেশে (কোয়াব) সভাপতি নাইমুর রহমান দুর্জয়ও ছিলেন।বিকাল ৩টায় গণভবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নাজমুল সাংবাদিকদের বলেন,আমরা খেলোয়াড়দের সব দাবি দাওয়া মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগাযোগের পরেও ফোন ধরছে না।আমরা বলছি, সবগুলো দাবি মানার মতো, এটা কোনো সমস্যাই না। আসলেই শেষ। তারপরও আমরা যোগাযোগ করছি, তারা ফোন ধরছে না। ওরা কোনো যোগাযোগ করছে না। তাহলে করবটা কী বলেন?

এদিকে সন্ধ্যায় সাকিব আল হাসানসহ ধর্মঘটী ক্রিকেটাররা গুলশানের একটি হোটেলে তাদের আইনজীবীকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে দাবি বাড়িয়ে ১৩ দফা তুলে বিসিবিকে চিঠি দেওয়ার কথা জানান।প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাােতের বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিবি সভাপতি বলেন,উনি তো সবই জানেন। গত পরশুদিনও উনার সাথে ছিলাম। কাল সকালে মাশরাফি এসেছিল। এখন আমি উনাকে জাস্ট জানাতে আসলাম আপডেট।

জাতীয় ক্রিকেট দলের ভারত সফরের আগে সোমবার মিরপুরে জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি মাঠে প্রায় ৬০ জন ক্রিকেটারকে সঙ্গে নিয়ে পারিশ্রমিকসহ ১১ দাবিতে ধর্মঘটের ঘোষণা দেন জাতীয় দলের অধিনায়ক সাকিব আল হাসান। পরদিন সংবাদ সম্মেলন করে ক্রিকেটারদের আচরণে েভ প্রকাশ করেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল; তিনি এটাও বলেন, এই ধর্মঘটের পেছনে চক্রান্ত রয়েছে এবং ক্রিকেটারদের কেউ কেউ এতে জড়িত। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর আলোচনায় আগ্রহ দেখিয়ে তিনি বলেন,কে আমরা আবার তাদের ডেকেছি। আমরা যেহেতু কন্টাক্ট করে পারছি না। সেহেতু আমাদের সিইও তাদের মিডিয়ার

ছয়ের পাতায়

ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত আগে জানালে বাংলাদেশ বিকল্প পথে আমদানি করতো : বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৩।। ভারত সফররত বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন,হঠাৎ করে ভারতের পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে বিপাকে ফেলেছে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে তা অবহিত করলে বাংলাদেশ ন্যায্য মূল্যে বিকল্প পথে দেশে পেঁয়াজ আমদানি করে বাজার স্থিতিশীর রাখতে পারতো। বুধবার ভারতের আসাম রাজ্যের গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার্স মিটিং এ বক্তৃতাকালে টিপু মুনশি একথা বলেন। বুধবার ঢাকায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ভারতের বৃহত্তম ব্যবসায়িক অংশিদার। দু'দেশের বাণিজ্য বেড়েই চলছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে দু'দেশের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৫.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে তা হয়েছে ৮.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেখানে বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র ১.২৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।তিনি বলেন, ভারত সাফটার আওতায় বাংলাদেশকে বেশির ভাগ পণ্যে ডিউটি ফ্রি মার্কেট সুবিধা প্রদান করছে। কিন্তু ভারত কর্তৃক আরোপিত টেরিফ ও নন-টেরিফ, খাদ্য পণ্যের টেস্টিং প্রক্রিয়া, ন্যুনতম রপ্তানি মূল্য নির্ধারণ, এসকল কারণে বাংলাদেশ প্রত্যাশা মোতাবেক পণ্য ভারতে রপ্তানি করতে পাচ্ছে না।বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্যাগুলো ইতোমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরপূর্ব ভারতের জন্য এ সকল আইন, নিয়ম-কানুন শিথিল করা একান্ত প্রয়োজন। এতে করে উভয় দেশের বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে অপরিকল্পিত যোগাযোগ ব্যবস্থা সাউথ এশিয়ায় বাণিজ্য বৃদ্ধির বাধা। সাসেক (সাউথ এশিয়া সাব-রিজিওনাল ইকনোমিক কো-অপারেশন) পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে বিবিআইএন মটর ভেইকেল এগ্রিমেন্ট, ইনল্যোন্ড ওয়াটার ট্রানজিট এন্ড ট্রেড প্রটোকলমত চুক্তি করা হচ্ছে। বাংলাদেশের চট্রগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের বিষয়ে এসওপি স্বারিত হয়েছে। কিন্তু এখনো সন্তোষজনক সুফল অর্জিত হয়নি। এখন সময় এসেছে বর্ণিত উদ্যোগগুলোকে কাজে লাগিয়ে সুফল অর্জন করার। এ সম্মেলনের মাধ্যমে তাই করা প্রয়োজন। এসডিজি অর্জনের জন্য আমাদের এর সুফলকে কাজে লাগাতে হবে। টিপু মুনশি বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান স্বাধিনতা যুদ্ধে ভারত এবং ভারতের জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা গভীর ভাবে স্বীকার করে। ভারত বাংলাদেশের শুধু প্রতিবেশিই নয়, ঘনিষ্ঠ সারাজীবনের বন্ধু। অতিসম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করেছেন এবং বেশ কিছু চুক্তি ও সমঝোতা স্বার করেছেন। ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো বাড়বে। বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ বছর বাংলাদেশ ৮.১৩ ভাগ জিডিপি গ্রোথ অর্জন করেছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবসা ও বিনিয়োগ বান্ধব নীতি গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ১০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। কিছুদিনের মধ্যে দেশে বেশ কয়েকটি হাই-টেক পার্ক গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-আসামের চিফ মিনিস্টার সর্বানন্দ সোনোওয়াল, ত্রিপুরার চিফ মিনিস্টার বিপ্লব কুমার দেব, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড় মশিউর রহমান, ভারত সরকারের রোড ট্রান্সপোর্ট এন্ড হাইওয়ে বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জেনারেল ভি কে সিং, আসাম সরকারের অর্থমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং আসাম সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী চন্দ্র মোহন পাটওয়ারী।

সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের কারণে বিএনপির আন্দোলন হালে পানি পাচ্ছে না : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ২৩।। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের যে উন্নয়ন কাজ করেছে তার জন্য বিএনপির আন্দোলন হালে পানি পাচ্ছে না। শত চেষ্টা করেও তারা জনগণের সাড়া পাচ্ছেন না।তিনি বলেন,বিএনপির আন্দোলনের কোনো ইস্যু নেই। তারা বুয়েট ছাত্র আবরার ফাহাদ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে আন্দোলন করতে চেয়েছিল। এর আগে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন এবং কোটা আন্দোলনকে ইস্যু করতে চেয়েছিল। ব্যর্থ হয়েছে। সর্বশেষ ভোলায় গুজব ছড়িয়ে আন্দোলনের চেষ্টা করছে।

ওবায়দুল কাদের বুধবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে একটি হোটেলে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সহ-সভাপতি আসলামুল হক আসলাম, নাজিম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সাদেক খান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ভোলায় সহিংস ঘটনায় অপরাধীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিচারের আওতায় আনা হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস-দুর্নীতি, মাদক ও চাঁদাবাজি বিরোধী অভিযানে নিজ দলের নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে নজির সৃষ্টি করেছেন।এর আগে অন্য কোনো প্রধানমন্ত্রী তার দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেননি উল্লেখ করে কাদের বলেন, সে কারণে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা একজন জনপ্রিয় নেতা। ১৯৭৫ সালের পরে তাঁর মতো জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী নেতা বাংলাদেশে দেখা যায়নি।

সেতুমন্ত্রী আরও বলেন, শেখ হাসিনার শাসনামলে অন্যায় করে কেউ পার পাবে না। অপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেকে নজরদারি করা হচ্ছে। তিনি যতবড় নেতাই হোন পার পাবেন না। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি আপনজন হারিয়েছেন। দেশের মানুষ এখন তাঁর আপন। দেশ ও জনগণের জন্য তিনি কাজ করে যাবেন।কাদের ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, পকেট ভারি এবং নিজের জনপ্রিয়তা বাড়াতে কোনো অপারাধীকে দলে আনবেন না। দলে অনুপ্রবেশকারী থাকলে তাদেরকে বের করে দিতে হবে। কারণ ওরা দেশ ও দলের তি করবে।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগে খারাপ লোকের প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, ২০-২১ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের আগে সহযোগী সংগঠন এবং তৃণমূল পর্যায়ে সম্মেলন করে দলকে আরও শক্তিশালী এবং আগাছামুক্ত করা হবে। সেটি শুরু হয়ে গেছে।আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট মোল্লা মো. আবু কাওসারকে সভাপতির

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

সুস্থ হয়েই কেবিসি’’র সেটে কাজে ফিরলেন অমিতাভ

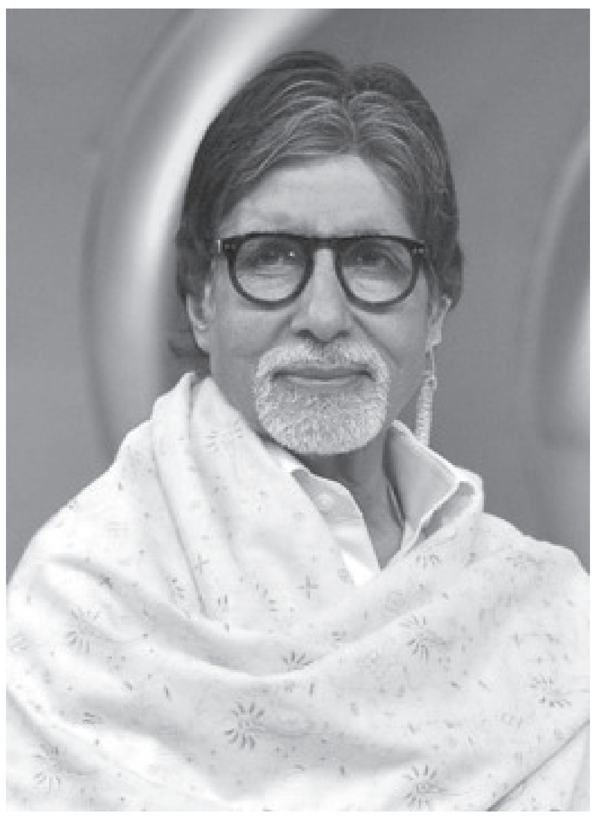

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সপ্তাহখানেক অসুস্থতার পর অবশেষে কাজে ফিরলেন অমিতাভ বচ্চন। গতকাল অর্থাত মঙ্গলবারই কৌন বনেগা ক্রোড়পতির সেট থেকে ছবি শেয়ার করে কাজে ফেরার খবর নিশ্চিত করলেন অমিতাভ।প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহেই বলিউড ইন্ডাস্ট্রি থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের অসুস্থতার খবর। শোনা গিয়েছিল গুরুতর অসুস্থতা নিয়ে মুইয়ের নানাবতী হাসপাতালে ভরতি ছিলেন তিনি। যদিও সেরকম গুরুতর আশঙ্কার খবর উড়িয়ে দিয়েছিলেন অভিনেতা নিজে। শুক্রবার বাড়ি ফিরে এসে নিজের ব্লগে জানিয়েছিলেন যে তিনি অসুস্থ ছিলেন ঠিকই, তবে ততটা গুরুতর সমস্যা বা চিন্তার মতো কোনও কারণ নেই। শুধু তাই নয়, মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর অসুস্থতার খবর অতিরঞ্জিত করে দেখানোর জন্যও বেজায় চটেছিলেন বিগ গি। একারশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে ব্লগে লিখেছিলেন, ’’পেশাদারিত্ব ভাল। কিন্তু, পেশাদার হতে গিয়ে নীতি বিসর্জন দেওয়াটা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। আপনি তারকা হোন বা সাধারণ মানুষ, রোগভোগ আর তার জন্য তৈরি হওয়া চিকিতসাজনিত পরিস্থিতি ব্যক্তিগত মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। সেই অধিকারকে ভাঙার চেষ্টা বা তার বাণিজ্যিকীকরণের চেষ্টা করা মানে তা সামাজিক সৌজন্য ভঙ্গ করা। তাই শ্রদ্ধা করুন এবং মানবিকভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। কারণ, এই পৃথিবীতে সবকিছু কিন্তু বিক্রি করার মতো নয়।’’টুইট করে তিনি বলেন, ’’হ্যাঁ, অবশেষে কাজে ফিরলাম। শোয়ের জন্য পোশাক পরে তৈরি হলাম। কেবিসি’’র ’’কর্মবীর’’ পর্বের জন্য ব্রিফিং দিলাম। সেটে ঢুকেই প্রিয় দর্শকদের হাততালি আর উচ্ছ্বাস বাকি সবকিছু ভুলিয়ে দিল। তারপর ক্যামেরার সামনে বসার জন্য শুরু হল প্রস্তুতি। মেক-আপ, কেশসজ্জা।’’ ওই একই টুইটে অমিতাভ ’’কর্মবীর’’ পর্বের অতিথিদের সঙ্গেও নিজের ছবি শেয়ার করলেন। কৌন বনেগা ক্রোড়পতির ওই পর্বে বিগ বি’’র সঙ্গে খেলবেন শেহবাগ, হিমা দাস এবং দ্যুতি চাঁদের মতো বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যাক্তিত্বরা।উল্লেখ্য, এবার দু’’বছর পর নিজের বাড়িতে দিওয়ালি পার্টির আয়োজন করছেন অমিতাভ। অক্টোবরের ২৭ তারিখে দীপাবলি উপলক্ষে তাঁর বাংলো ’’জলসা’’য় বসবে চাঁদের হাট। সস্ত্রীক শাহরুখ, অজয়, আমির, অক্ষয় থেকে করণ জোহর, সঞ্জয় দত্ত, রণবীর কাপুর, কে নেই আমন্ত্রিতদের তালিকায়!

সাবধান! দিনে সাত ঘন্টার বেশি কাজ আপনাকে টেকো করে দিতে পারে

যারা অধিক চাপ নিয়েও দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারেন, তাদের জন্য দুঃখের সংবাদ। গবেষকরা বলছেন, সপ্তাহে ৫২ ঘন্টার বেশি কাজ করলেই এ সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তবে ৪০ ঘন্টা থেকে কমবেশি কিছু সময় স্বাভাবিক বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।১৩ হাজার পুরুষের ওপর করা গবেষণায় দেখা গেছে, যারা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছে, তাদের চুল ঝরে পড়ার হার বেশি। গবেষকরা বলছেন, চাপের ফলে এক ধরনের হরমোন নির্গমনের হার বেড়ে যায়। এর প্রভাবে চুল পড়ে যায়।কেউ যখন মানসিকভাবে হতাশায় ভোগে, তখনো চুল ঝরে যাওয়া শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, চাপে থাকার কারণে ব্যক্তির ইমিউন সিস্টেম চুলের গোড়ায় আঘাত হানে। ফলে চুলের গোড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার জেরে চুল ঝরে যায়।গবেষকরা বলছেন, অত্যধিক সময় ধরে কাজ করা, মানসিক চাপ ও হতাশার ফলে চুলের বৃদ্ধি আটকে যায়। সে কারণেও একপর্যায়ে চুল ঝরতে থাকে। দক্ষিণ কোরিয়ার সানকিনওয়ান ইউনিভার্সির মেডিসিন বিভাগের গবেষকরা ওই গবেষণা করেছেন। পেশাজীবী পুরুষদের ওপর তারা গবেষণাটি করেছেন।গবেষক কিয়াং হোন সন বলেন, বিশেষ করে পুরুষ কর্মীরা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার ফলে তাদের শরীরে এর প্রভাব পড়ে। অন্য অনেক গবেষণাতেও উঠে এসেছে, চাপের ফলে বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধি কমে যায়। তবে আমাদের গবেষণায় দেখা হয়েছে, চুলের বৃদ্ধিতে কী ধরনের প্রভাব পড়ে। আমরা দেখেছি, অতিরিক্ত কাজের ফলে চুলের বৃদ্ধি আটকে যায় এবং চুল ঝরে পড়ে।

সলমন-ঐশ্বর্যকে মিলিয়ে দিচ্ছেন শাহিদ কাপুর?

নিজস্ব প্রতিবেদন: পদ্মাবত-এর সিক্যুয়েলে সলমন খান এবং ঐশ্বর্য রাই বচ্চনকে দেখতে চান। হাম দিল দে চুকে সনম-এ যাঁদের কাস্ট করা হয়েছিল, সেই সলমন খান, ঐশ্বর্য রাই বচ্চন এবং অজয় দেবগনকে তিনি পদ্মাবত-এর সিক্যুয়েলে দেখতে চান বলে জানান শাহিদ কাপুর।সম্প্রতি নেহা ধুপিয়ার শো নো ফিল্টার নেহা-য় হাজির হন শাহিদ কাপুর। সেখানেই পদ্মাবত-এর সিক্যুয়েল হলে সেখানে কাঁদের কাস্ট করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় শাহিদ কাপুরকে। যার উত্তরে শাহিদ সলমন, ঐশ্বর্য এবং অজয় দেবগনের নাম করেন ’’কবীর সিং’’ অভিনেতা।নো ফিল্টার নেহা-য় সলমন, ঐশ্বর্যর পাশাপাশি প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং নিক জোনাসের সম্পর্ক নিয়েও জিজ্ঞাসা করা হয় শাহিদকে। যার উত্তরে শাহিদ বলেন, প্রিয়াঙ্কা এবং নিকের এক অপরকে আরও ভালভাবে বোঝা উচিত এবং জানা উচিত। তবেই তাঁদের সম্পর্ক আরও শক্তপোক্ত হবে বলে মত প্রকাশ করেন শাহিদ।এসবের পাশাপাশি জাহ্নবী কাপুর এবং ইশান খট্টরের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা শাহিদকে। যার উত্তরে শাহিদ বলেন, ইশানকে কাজের জীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনকে সব সময় পৃথক করে রাখা উচিত। না হলে ভবিষ্যতে ইশানকে সমস্যায় পড়তে হবে বলেও মনে করেন শাহিদ কাপুর।

ডেটিং নিয়ে ছোট ভাই ইশানকে টিপস দিলেন শাহিদ

মহানগর ওয়েবডেস্ক: শশাঙ্ক খৈতান এবং করণ জোহরের সুযোগে বলিউডে গ্র্যান্ড এন্টি করেন জাহ্নবী কাপুর এবং ইশান খট্টর। ’’ধড়ক’’ দিয়ে দুজনের ধামাকাদার এন্টি হয় বলিপাড়ায়। আর এই সুবাদেই দুজনের বন্ধুত্ব আরও মজবুত হয়ে ওঠে। বন্ধুত্বের পাশাপাশি ইশান-জাহ্নবীর সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে। তবে দুজনেই একে অপরকে নিজেদের ’’ভাল বন্ধু’’-র স্ট্যাটাস দিয়ে থাকেন। এদিকে, ছোট ভাই ইশানের কেরিয়ার নিয়ে সচেতন থাকেন বড় দাদা শাহিদ কাপুর। সম্প্রতি নেহা ধুপিয়ার চ্যাট শো’’তে হাজির হন অভিনেতা এবং ইশানকে দিলেন ডেটিং টিপসও।নেহার ’’নো ফিল্টার’’ শো’’তে আমন্ত্রিত ছিলেন শাহিদ। ছোট ভাই ইশানকে কী ডেটিং টিপস দিতে চান শাহিদ? উত্তরে অভিনেতা জানালেন, ’’শুধু এতটুকুই বলতে চাই ব্যক্তিগত জীবন এবং কাজের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে হয়।’’ তাছাড়াও করণের কফি শো’’তে ইশানকে মজা করে বলেন, ’’জাহ্নবী তো ইশানের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়।’’ এরপর ইশান বলেন, ’’আমি আর সে একসঙ্গে জিমে যাই। আমরা একসঙ্গে খাবার খাই। জাহ্নবী এবং আমি খুব ভাল বন্ধু। তবে ভাল বন্ধুর জন্য লাঞ্চের প্রস্তুতিও নিতে দেখা গিয়েছে জাহ্নবী কাপুরকে। কিছুদিন আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শাহিদ পত্নী মীরা সেই খাবারের ছবি পোস্ট করেন এবং অভিনেত্রীকে সাধুবাদ জানান এবং সকলকে তাঁর পাশে থাকার জন্য আহ্বানও করেন।

দাঁতের যত্ন নিতে ব্যবহার করুন নারকেল তেল

দাঁতের যত্নে নারকেল তেল? এতদিন চুলের যত্নে আর ত্বকের যত্নে নারকেল তেলের কথা জেনেছেন, এবার তাই বলে দাঁতের যত্নে নারকেল তেলের ব্যবহার! মজার ব্যাপার হল আপনার দাঁতের সুস্থতা ও সুন্দর হাসি ধরে রাখতে নারকেল তেল বেশ কার্যকরী।সুন্দর হাসি প্রত্যেক মানুষের সম্পদ। কিন্তু যখন আপনি দাঁতের সমস্যায় ভুগবেন তখন হাসিটা মলিন হতে বাধ্য। দিনেদিনে আপনি গোমড়ামুখো হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকবেন। তাই দাঁত ভালো রাখতে আস্থা রাখুন নারকেল তেলে।প্রকৃতির গুণে ভরা নারকেল তেল নিয়মিত দাঁতে লাগালে তা আপনার দাঁতের ক্ষয়, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ অনেকটাই রোধ করবে। কারণ নারকেলের শাঁস পিষে তৈরি হওয়া তেলে প্রচুর পরিমাণে স্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে। মিডিয়াম চেইন ট্রাইগ্লিসারিডের প্রসিদ্ধ উতস এটি, যা দাঁতের জন্য খুবই ভালো।ট্রাইগ্লিসারিডের মধ্যে থাকা লরিক অ্যাসিড এবং মোনোলরিন দাঁতের জন্য ক্ষতিকর ব্যাকটিরিয়া মারতে সাহায্য করে। তবে দাঁতের ব্যথায় বেশি কষ্ট পেলে ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার না করে সোজা ডেন্টিস্টের কাছ যাওয়াই ভালো।

শেষ বেলায় নিজের বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন সলমন, সামনে এল গোপন কথা

দ্য ওয়াল ব্যুরো; রুপোলি পর্দায় একা যিনি প্রতিরোধ করতে পারেন যে কোনও দুষ্কর্ম, যার ধমকে চমকে কেঁপে ওঠে দেশ বিদেশের অন্ধকার জগতের রথী মহারথীরা, তিনি সামান্য ’’মুড’’ সামলাতে ব্যর্থ হন। তাঁর মুড এতটাই পরাক্রান্ত যে তার আক্রমণে বিয়ে পর্যন্ত ভেঙে দিতে বাধ্য হন ’’একাই একশ’’ অভিনেতা। ’’দাবাং’’ চুলবুল পাণ্ডে সম্পর্কে এমনটাই জানালেন অভিনেতার বন্ধু প্রযোজক সাজিদ নাদিওয়ালা। কপিল শর্মার শো-তে সলমন খানের দীর্ঘদিনের বন্ধু সাজিদ নাদিওয়ালা জানিয়েছেন, ১৯৯৯ সালে সলমন খান একেবারে বিয়ের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। পাত্রী ছিলেন সলমনের সেই সময়ের বান্ধবী। ব্যাপারটা এতদূর এগিয়েছিল যে বিয়ের আমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত বিলি হয়ে গিয়েছিল নিমন্ত্রিতদের মধ্যে। কিন্তু বিয়ের ঠিক পাঁচ বা ছ’’দিন আগে বলিউড তারকা জানিয়ে দেন তাঁর বিয়ে করার মুড নেই। সেই একই দিনটি ছিল সাজিদ নাদিওয়ালারও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার দিন। দুই বন্ধু আলোচনা করেই এক দিনে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। নিজের বিয়ে বাতিল করে সলমন বিয়ের দিন বন্ধুর বিবাহবাসরে এসে সাজিদকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনিও বিয়ে ভেঙে দিতে চান কিনা, পালিয়ে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত পাকা, গাড়িও তৈরি আছে। বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বন্ধুকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবটি অবশ্যই রসিকতা ছিল বলে জানিয়েছেন সলমনের ’’কিক’’ চলচ্চিত্রের পরিচালক সাজিদ। পাত্রীর নাম সাজিদ উচ্চারণ না করলেও কয়েক দিন আগে ’’কফি উইথ করন’’ অনুষ্ঠানে সলমন নিজেই জানিয়েছিলেন একবার বিয়ে করতে যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি জানতে পারেন যে তাঁর ভাবি স্ত্রী ’’বিশ্বস্ত’’ নয়। সেই কারণে তিনি বিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন। অন্য এক সাক্ষাতকারে অভিনেতা জানিয়েছিলেন, একবার অভিনেত্রী সঙ্গীতা বিজলানিকে বিয়ে করার খুব কাছাকাছি তিনি পৌঁছে গেছিলেন। যদিও করন জোহর-এর শো’’তে সলমন জানিয়েছেন যে তিনি এই মুহূর্তে কোনও সম্পর্কে জড়াতে ইচ্ছুক নন। অতীতে একাধিক অভিনেত্রীর সঙ্গে সলমন খানের নাম জড়িয়ে বলিউডি গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে ঐশ্বর্য রাই, ক্যাটরিনা কাইফ যেমন রয়েছেন তেমনই নাম শোনা গেছে এক সঙ্গীতশিল্পীরও নাম। ফলে বলিউডের অন্যতম সফল এই জনপ্রিয় অভিনেতার ব্যক্তিজীবন সবসময়ই আলোচনার কেন্দ্রে রয়ে গেছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় “ফলো” থেকে শুরু করে খুনের হুমকি! কী বললেন অরুণিমা?

সাধারণ থেকে সেলিব্রিটি, সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্তত এক বার উত্যক্তকারীদের কবলে পড়েননি এমনটা বোধহয় বিরল। কখনও ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে নেওয়া, আবার কখনও বা তাঁকে ভার্চুয়াল মিডিয়ায় ২৪ ঘণ্টা অনুসরণ করার মতো ঘটনা হামেশাই ঘটছে। ব্যাপারটা যদি ভার্চুয়াল জগত থেকে বেরিয়ে বাস্তব জগতেও হতে থাকে তা হলে তা খুবই চিন্তার বিষয় বইকি।অভিনেত্রী অরুণিমা ঘোষ তাঁর সঙ্গে ঘটা এমনই এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করলেন সকলের সঙ্গে। অরুণিমা জানান, ইনস্টাগ্রাম থেকে তাঁকে ফলো করা শুরু করে এক অচেনা ব্যক্তি। প্রথম দিকে সব ঠিকই ছিল, কিন্তু ক্রমশ তা মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। নম্বর জোগাড় করে তাঁকে ফোন করতে থাকে ওই ব্যক্তি। এমনকি, রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে বাড়িতে পর্যন্ত চলে আসে সে। আসতে থাকে একের পর এক থ্রেট কল। অরুণিমার অভিযোগ, তার একটি অ্যাকাউন্ট ব্লক করলে ওই ব্যক্তি আর একটি অ্যাকাউন্ট খুলে সেখান থেকে অভিনেত্রীকে বিরক্ত করতে থাকে। এক সময় অরুণিমা সাইবার সেলে গোটা ব্যাপারটা জানালে, অল্প দিনের জন্য গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত।

পরে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি, তাঁকে খুনের হুমকিও দিতে থাকে বলে অরুণিমার অভিযোগ।শুধু অরুণিমাই নন, সাইবার ক্রাইমের স্বীকার হয়েছেন অভিনেত্রী মানালি দে-ও। নেট দুনিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে অন্ধকারে ঘেরা এক জগত। একবার তার মধ্যে ঢুকে গেলে তা থেকে বেরনো কঠিন। আর এই সাইবার ক্রাইমকে বিষয় করে আগামী ২ অক্টোবর বড় পর্দায় আসছে দেবের প্রযোজনা সংস্থার নতুন প্রয়াস দেব-রুক্মিণী অভিনীত ছবি ’’পাসওয়ার্ড’’। সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই নিজের অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন অরুণিমা-সহ বাকিরা।

আমি কোনও সিনেমাতেই সই করিনি, ভুল খবর রটানো হচ্ছে: শাহরুখ খান

মহানগর ওয়েবডেস্ক: কিং খান ছাড়া বলিউড, তাও আবার হয় নাকি। কিন্তু বাস্তবে তাই তো হচ্ছে। বেশ কিছুদিন হল কোনও সিনেমা কিংবা প্রমোশনের কাজে কিংবা অভিনয়ের কাজে মুখ দেখাচ্ছেন শাহরুখ। মূল কারণ তাঁর গত বছরের ’’জিরো’’ সিনেমার ভরাডুবি। যার জন্য সিনেমার কাজে ব্যস্ত থাকছেন না শাহরুখ খান। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে তাঁর আগামী সিনেমার পরিচালকের নাম হিসাবে কখনও সঞ্জয় লীলা বনশালি, আবার কখনও রাজকুমার হিরানি ইত্যাদি নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। সদ্য তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়েছে আলি আব্বাস জাফরের নাম।শোনা গিয়েছে সলমানের বন্ধু ও মাল্টিহিট মেশি আলির সঙ্গে নাকি তাঁর পরবর্তী সিনেমাতে কাজ করবেন শাহরুখ। কিন্তু সেই খবরের কোনও সত্যতা নেই ভালোভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন বলিউডের বাদশা। এদিন নিজে ট্যুইট করে জানিয়েছেন, ’’এটা খুব ভালো লাগে শুনতে যে বলিউডে মানুষ আমাকে কতটা ভালোবাসে। এমন দিন গিয়েছে যে কত সিনেমাতে অভিনয় করেছি কিন্তু কেউ জানতই না। কিন্তু এখন আমি খবরে দেখছি কোনও সিনেমা সই করিনি, তাও খবর বেড়িয়ে যাচ্ছে আমি নাকি এই সিনেমা সই করেছি সেই সিনেমা সই করেছি। আমি সবাইকে বলতে চাই, যে এখনও আমি কোনও সিনেমাতে সই করিনি। যখন করব সবাইকে জানিয়ে দেব। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি আলির সঙ্গে কাজ করছি না।’’শাহরুখ ট্যুইট করে জানিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে।

ধরমজিকে পরিবারের থেকে আলাদা করিনি”, কেন এমন বললেন হেমা মালিনী?

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনওই ঢাকঢাক গুড়গুড় করেননি হেমা মালিনী বা ধর্মেন্দ্র। কিন্তু ধর্মেন্দ্র যেহেতু বিবাহিত ছিলেন, তাই তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রথম পক্ষের স্ত্রী প্রকাশ কউর কীভাবে নিজের স্বামীর দ্বিতীয় সম্পর্ক মেনে নিলেন, তা নিয়ে অনেকের মনেই দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু সেসব পাত্তা দেননি হেমা মালিনী। যদিও তাঁকে নিয়েও বিতর্ক কম হয়নি। একজন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে কীভাবে তিনি জড়ালেন, তা নিয়ে অনেকেই সেসময় নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন। যদিও হেমার দাবি, তিনি ধর্মেন্দ্রকে তাঁর পরিবারের থেকে আলাদা করেননি।সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাতকার দিয়েছিলেন অভিনেত্রী ও সাংসদ হেমা মালিনী। সেখানে তিনি বলেন, ’’আমি যখন ধরমজিকে দেখেছিলাম, তখনই মনে হয়েছিল তিনি আমার। আমি ওঁর সঙ্গে জীবন কাটাতে চাইতাম। তবে এটাও চাইতাম আমাদের বিয়ে যেন কাউকে আঘাত না করে। ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জীবনে কখনও আমি নাক গলাইনি। ওঁকে ওঁর পরিবার থেকে কখনও দূরে সরিয়ে নিয়ে যাইনি।’’ তবে ধর্মেন্দ্র ও হেমার বিয়েতে মন ভেঙেছিল বলিউডের দুই অভিনেতার। জিতেন্দ্র ও সঞ্জীব কুমারের পছন্দ ছিল হেমাকে। অভিনেত্রীর পরিবারও জিতেন্দ্রকে পছন্দ করত। শোনা যায়, সঞ্জীব কুমারও হেমাকে বিয়ে করতে না পেরে মুষড়ে পড়েছিলেন।প্রকাশ কউরের সঙ্গে ধর্মেন্দ্র বিয়ে হয় ১৯৫৪ সালে। তখন ধর্মেন্দ্র বয়স ছিল ১৯ বছর। ১৯৮০ সালে হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন তিনি। যদিও প্রকাশকে ডিভোর্স দেননি ধর্মেন্দ্র। ধর্মেন্দ্র-প্রকাশের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। দুই ছেলে সানি দেওল ও ববি দেওল অভিনেতা। দুই মেয়ে বিজেতা ও অজিতা অবশ্য অভিনয় জগতে আসেনি। হেমা মালিনীর সঙ্গে বিয়ের পর দুই মেয়ে হয় ধর্মেন্দ্রর। এষা ও অহনা। এষা অভিনয়ে এলেও অহনা বলিউডের ধার ঘেঁষেননি। তিনি নাচের দিকেই মনোনিবেশ করেছেন। অহনা ক্লাসিকাল ডান্সার। বহুবার মা ও মেয়েকে একসঙ্গে পারফর্ম করতেও দেখা গিয়েছে।

রঞ্জনার সিক্যুয়েল-এও দেখা মিলবে ধানুষ-এর

বড় শিক্ষা হয়েছে পরিচালক ও নির্মাতা আনন্দ এল রাইয়ের। শাহরুখ খানও তাঁর রক্ষাকর্তা হতে পারেননি। এমনকি আনুশকা শর্মা আর ক্যাটরিনা কাইফের অপার সৌন্দর্য ও দুরন্ত অভিনয় তাঁর ’’জিরো’’ ছবিকে বাঁচাতে পারেনি। তাই আনন্দ এল রাই আর কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। এবার তিনি তাঁর ’’লাকি’’ নায়ক ধানুষকে নিয়ে আবার ছবি করতে চলেছেন। এই ছবিতে আনন্দ একটি নতুন জুটি উপহার দেবেন। শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণের সুপারস্টার ধানুষের সঙ্গে নাকি জুটি বাঁধবেন সারা আলী খান।আনন্দ এল রাইয়ের ’’রঞ্জনা’’ ছবির মধ্য দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় ধানুষের। এই ছবিতে ধানুষের বিপরীতে ছিলেন সোনম কাপুর। আনন্দ এবার ’’রঞ্জনা’’ ছবির সিকুয়াল আনছেন। নায়ক হিসাবে তিনি ধানুষকেই রাখছেন। তবে ’’রঞ্জনা টু’’তে নাকি সোনম কাপুরের বদলে সারাকে দেখা যাবে। আনন্দ পরিচালিত ’’রঞ্জনা’’ ছবিটি ২০১৩ সালে মুক্তি পায়। বক্স অফিসে ছবিটি দারুণ সাফল্য পেয়েছিল।বলিউডের সেরা প্রেমের ছবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ’’রঞ্জনা’’র নাম। তাই আনন্দ তাঁর এই ছবিটি নিয়ে খুবই সংবেদনশীল। এই নতুন ’’রঞ্জনা’’র গল্প, চরিত্র সবই আলাদা হবে। শুধু ’’রঞ্জনা’’ আর তাঁর সিকুয়ালের বিষয়বস্তু এক। তাই ছবির নামে কোনো পরিবর্তন করছেন না আনন্দ। এই ছবি ’’তনু ওয়েডস মনু’’র ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাবে না। তবে ’’রঞ্জনা’’র মতো এর সিকুয়াল ছবির গল্প বোনা হয়েছে উত্তর ভারতের পটভূমিতে। জানা গেছে, ’’রঞ্জনা টু’’ ছবিতে থাকবে অফুরন্ত হাসি আর আনন্দ।কিছুদিন আগে শোনা যায়, ’’রঞ্জনা টু’’ ছবিতে হৃত্বিক রোশনকে দেখা যাবে। পরে জানা গেছে, হৃত্বিককে নাকি এই ছবির প্রস্তাব পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। এখন পর্যন্ত এই ছবির সঙ্গে ধানুষ আর সারার নাম জড়িয়ে আছে। তবে ’’রঞ্জনা টু’’ ছবির সঙ্গে আরও একজন বড় তারকা যোগ দেওয়ার কথা আছে। আনন্দ ছবিটি টি-সিরিজের মালিক ভূষণ কুমারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রযোজনা করছেন।

বুধবার স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অন্তর্গত সাফাই অভিযানে অংশ নেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

সিঙ্গুরে ডাকাত কালি মন্দিরে ঘটের জল আনেন শুদ্ররা

হুগলি, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): সে এক ইতিহাসের কাহিনী ঊ একটা সময় হুগলীর সিঙ্গুরে সরস্বতী নদীর পাশে এলাকা ছিল জনমানব শূন্য ঊ সেই জঙ্গলে ডাকাতরা বানিয়েছিল মাটির কুঁড়ে ঘর ঊ সেখানেই ঘট পুজো করে ডাকাতি করতে যেত তাঁরা । সেই থেকেই এই কালী ডাকাত কালি নামে পরিচিটি লাভ করে। জানা যায়, মা কালির স্থাপনার পর, রটন্তী কালিপুজার রাতে নরবলি দিত ডাকাতেরা ঊ এরপর সেই রক্ত দিয়ে আটটি বাটিতে ভরে নিবেদন করা হত দেবীকে।

শোনা যায়, আজ থেকে প্রায় ৫৫০ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে সিঙ্গুর থানার চালকে বাটি গ্রামের মোড়লরা এই মন্দির তৈরি করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী এখানে ভয়ঙ্করী নয়ন যুক্তা। দেখতে অতি ভীষনা ভয়াল করালবদনী। লকলক করছে লাল জিহ্বা। উচ্চতায় প্রায় নয় ফুট। মাথায় বড়ো কিরিট। দেবীর দুই কানে দুটি শবদেহ পুতুল। শাড়ি পরিহিতা সুসজ্জিতা।

বর্ধমানের রাজা এখানকার জমি দান করেছিলেন। একটা সময়ে এই মন্দিরটি ভগ্নদশায় রুপান্তরিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তা সংস্কার করা হয়। মন্দিরটি দক্ষিনমুখী, রঙ লালচে গোলাপি। উঁচু ধাপের উপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের গায়ে হালকা টেরাকোটার নকশা রয়েছে। মন্দিরের সামনে বড়ো ফটক রয়েছে। এই জাগ্রত কালি মন্দিরে বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে দিয়ে মায়ের পুজো হয়। কালি পুজোর দিন মোড়ল দের পূজোর পর অন্য ভক্তদের পুজো হয়।

মন্দিরের ট্রাস্টি সম্পাদক মদন মোহন কোলে বলেন, মল্লিকপুর গ্রামে এই ডাকাত কালির মন্দির থাকার কারণে মল্লিকপুর, জামিনবেড়িয়া ও পুরসোত্তমপুর এই তিন গ্রামে কোনো বাড়িতে বা বাড়োয়ারীতে হয় না কোন কালিপুজো। এমন কি কোন বাড়িতে দেওয়ালে টাঙানো থাকেনা ক্যালেন্ডারে আঁকা কালি মূর্তি। মা এতটাই জাগ্রত যে এই প্রতিমার পুজো ছাড়া অন্য কালি প্রতিমার পুজো করতে সাহস পায় না এলাকার মানুষজন। বছরে একবার কালিপুজোর দিন ”শুদ্রদের” আনা গঙ্গা জলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে ঘটের জল পাল্টানো হয়। সেই সময় কোনও মহিলা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনা। নরবলি তো সেই কবেই উঠে গেছে তবে পাঁঠাবলি হয় আজও। তন্ত্রমতে দেবীর পুজা হয় এখানে। কালি পুজোর দিন রাতে মন্দির সংলগ্নে আতসবাজির প্রতিযোগীতা হয়। বসে মেলা। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষজন আসে পুজোর দিনে। শ্রাবন মাসে তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাবার সময় ভক্তরা এই ডাকাত কালির মন্দিরেতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় এরপর আবার তারা রওনা দেন।

স্বচ্ছ-দুর্নীতিমুক্ত বিসিসিআই গড়ার ডাক দিলেন নয়া প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি

মুম্বই, ২৩ অক্টোবর (হি.স.) : দুর্নীতি কিংবা অন্যায়ের সঙ্গে কোনওরকম আপোস নয়, মহারাজকীয় অভিষেকে স্বচ্ছ-দুর্নীতিমুক্ত বিসিসিআই গড়ার ডাক দিলেন নয়া প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলি।

তেত্রিশ মাস সিওএ জমানার অবসানে সোমবার বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে বোর্ডের মসনদে অধিষ্ঠান হল দেশের অন্যতম সফল অধিনায়কের। আর নয়া ইনিংস শুরু করে মহারাজ জানালেন, অধিনায়ক হিসেবে জাতীয় দলকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটের গভর্নিং বডিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তিনি।

ন'মাসের জন্য বোর্ডের কার্যভার গ্রহণ করে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসেবে এদিন তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন ছিল যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ। সেখানে সৌরভ জানান, 'আমি একদম আমার মতো করেই দায়িত্ব সামলাবো। সেখানে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে আপোস করার কোনও প্রশ্নই নেই। ভারতীয় দলকে যেভাবে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছি সেভাবে দেশের ক্রিকেট বোর্ডকেও এগিয়ে নিয়ে যাব।' তিনি আরও বলেন, 'প্রথমদিন আমি আজ যে কুর্সিতে বসলাম, সেখানে এর আগে বহু দিকপালরা বসেছেন। ঠিক এমনটাই ঘটেছিল যখন আমি দেশের অধিনায়ক হয়েছিলাম। সবমিলিয়ে আমার একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে, আমার সেরাটা দিয়ে সেটা পালন করার চেষ্টা করব।'

এরআগে অধিনায়ক হিসেবে যখন দায়িত্ব নিয়েছিলেন, ভারতীয় ক্রিকেট তখন গড়াপেটার কালো ছায়ায় নিমজ্জিত। সেখান থেকে প্রিন্স অফ ক্যালকাটার নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন সূর্যোদয় উদাহরণ হয়ে রয়ে গিয়েছে। আর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যভার যখন গ্রহণ করছেন, দেশের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ডের অবসাও টালমাটাল। এই প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, 'আমাকে নয়া ভূমিকায় বেছে নেওয়ার জন্য আমি অত্যন্ত সম্মানিত। বিসিসিআইয়ের নয়া ইনিংস শুরু হল। কাকতলীয় বলুন, সৌভাগ্য বলুন কিংবা দুর্ভাগ্য আমি যখন অধিনায়ক পদে বসেছিলাম তখনও একই পরিসিতি ছিল।

মহুয়া লাহিড়ী প্রয়াত

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত জগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব আশা অডিও কর্ণধার মহুয়া লাহিড়ী প্রয়াত হলেন। বেশ কিছুদিন ধরে নিমুনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ইএম বাইপাসের ধারে মেডিকা হসপিটালে ভর্তি ছিলেন তিনি।

এদিন তাঁর পরিবারের লোকেরা বলেন, “আজ ভোরে তিনি আমাদের ছেড়ে অকাল প্রয়াণে চলে গেলেন। আমরা গভীর ভাবে শোকাহত। লাহিড়ী পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর আত্মার চির শান্তি কামনা করি।” সকাল ১০ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত তাঁর দেহ রাজডাঙায় তাঁর বাড়িতে রাখা হয়। তাঁর স্বামী দিব্যেন্দু লাহিড়ি ফেসবুকে সকালে এ কথা জানিয়ে আগ্রহী গুণমুগ্ধদের আসার আবেদন করেন। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে অনেকেই তাঁদের বাড়িতে যান।

ফেসবুকে বহু মানুষ তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বেশ কিছু শিল্পী। ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পোস্টে লিখেছেন, 'এত তাড়াতাড়ি ! ভাবতেই পারছি না মহুয়াদি ! কেন ?' লাজবন্তী রায় লিখেছেন, 'মহুয়া দি চলে গেলেন। আশা অডিও র কর্নধার মহুয়া লাহিড়ী, যার জন্য কদিন আগেই এ্ গ্রূপের ব্লাড ডোনরের আবেদন করেছিলাম ফেসবুকে। সঙ্গীত জগতে এক অপূরনীয় ক্ষতি হল। তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি মহুয়া দি।' কাঞ্চনা মৈত্র লিখেছেন, “খুব অন্য ধরণের মানুষ ছিলেন। সঙ্গীত জগতের অপূরণীয় ক্ষতি।

'সরকারের টাকা কি সস্তা ?':মমতা

কার্শিয়াং, ২৩ অক্টোবর (হি.স):— 'সরকারের টাকা কি সস্তা ?', এই ভাষাতেই বুধবার সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ কার্শিয়াংয়ের প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হিল ইউনিভার্সিটি গড়তে আনুমানিক ৩৩০ কোটি টাকা খরচের হিসেব নিয়ে সোচ্চার হন। এই প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের সরকারী আধিকারিকরা।

সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে কত টাকা লাগে ? বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে যেন অন্য কোথাও থেকে টাকা নিতে না হয়'। হিল ইউনিভার্সিটি গড়ার ৩৩০ কোটি টাকার খরচের হিসেব প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কে বানিয়েছে এই খরচের হিসেব ? সরকারের টাকা কি সস্তা ? একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে কত টাকা লাগে ? বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে যেন অন্য কোথাও থেকে টাকা নিতে না হয়। ন্যূনতম ৫০ কোটি টাকায় বানান। আমি বড় বড় মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল বানাচ্ছি ২৫ কোটি টাকায়, আমাকে টাকা দেখাচ্ছেন।'

লোকসভা নির্বাচনে পাহাড়ে বিজেপির জয় সম্পর্কে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ভূমিপুত্রদেরই ভোট দিন। আমাকে পছন্দ না হলে ভোট দেবেন না, স্থানীয় দলকে ভোট দিন”।

পাঁচ দিনের উত্তরবঙ্গ সফরের দ্বিতীয় দিনই পাহাড়ে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রশাসনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, পাঁচ দিন নয়, চারদিনেই কলকাতা ফিরতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী । অর্থাৎ শুক্রবার নয়, কালই কলকাতা ফিরতে পারেন তিনি । দুপুর ২ টো থেকে কার্সিয়াঙের টাউন হলে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

এদিকে, আজ সকালে গিড্ডা পাহাড়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । তারপর ডাইহিলে গিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের নির্মাণ কাজ দেখেন ।

বুধভার ত্রিপুরা সিনিয়র সিটিজন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

এসেক্সে একটি লরি থেকে ৩৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার

এসেক্স, ২৩ অক্টোবর (হি.স.) : ইংল্যান্ডের এসেক্সে একটি লরির ভেতরে ৩৯ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মঙ্গলবার মধ্যরাতের দিকে ওয়াটারগ্লেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে এসব মৃতদেহ পাওয়া যায়। তারপরই অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস থেকে পুলিশ ডাকা হয়।

এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সন্দেহে ২৫ বছর বয়সী লরির চালককে আটক করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তিনি উত্তর আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা। এসেক্স পুলিশ বলছে, প্রাথমিকভাবে তারা মনে করছে যে তাদের মধ্যে ৩৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও একজন কিশোর বয়সী ব্যক্তি রয়েছে। লরিটি বুলগেরিয়া থেকে এসেছে এবং শনিবার হলিহেড দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছে।

নিহতদের পরিচয় সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে পুলিশ এখন মৃতদেহগুলোকে শনাক্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল বলছেন, এরকম একটি ট্র্যাজিক ঘটনায় তিনি অত্যন্ত শোকাহত ও স্তম্ভিত।

উল্লেখ্য, ন”বছর আগে ২০০০ সালের জুন মাসে ডোভারে একটি লরির ভেতর থেকে ৫৮ জন চিনা নাগরিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। ওই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার দায়ে এক বছর পরেই একজন ডাচ লরি চালককে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপে জয়ে ফিরল মোহনবাগান

ঢাকা, ২৩ অক্টোবর (হি.স.) : প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে জয়ে ফিরল মোহনবাগান। বুধবার শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপে টিসি স্পোর্টসকে বিদায় করে সেমিফাইনালের আশা টিকিয়ে রাখল ভারতের দলটি।চট্টগ্রামের এমএ আজিজ স্টেডিয়ামে বুধবার 'এ' গ্রুপের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে মোহনবাগান। প্রথমবারের মতো এ টুর্নামেন্টে খেলতে আসা হোসে আন্তোনিওর দল নিজেদের প্রথম ম্যাচে ২-১ গোলে ইয়াং এলিফ্যান্টসের কাছে হেরেছিল।

টানা দ্বিতীয় হারে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়ন টিসি স্পোর্টস। প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম আবাহনীর কাছে ৪-১ গোলে হেরে প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল মালদ্বীপের দলটি। তৃতীয় মিনিটের আক্রমণে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। হুলিয়েন কলিনাসের বাড়ানো বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ডান পায়ের শটে জাল খুঁজে নেন ড্যানিয়েল সাইরাস।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে টিসি স্পোর্টসের রক্ষণে চাপ বাড়ায় মোহনবাগান। ৫৯তম মিনিটে সালভাদর পেরেস মার্তিনেসের শট ক্রসবারে লেগে ফিরে। চার মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করে আইলিগের ২০১৪-১৫ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নরা। ২৯ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ডের শট দূরের পোস্টের ভেতরের কানায় লেগে জালে জড়ায়। শেষ দিকে মোহনবাগানের রক্ষণে চাপ বাড়ালেও টিসি স্পোর্টসের আক্রমণভাগ কাঙ্ক্ষিত গোল আদায় করে নিতে পারেনি।

কালীপুজোর মুখেও বৃষ্টির আশঙ্কা

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : দুর্গাপুজোর মত এবার কালীপুজোর মুখেও বৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিল। অন্তত আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে এরকম দুশ্চিন্তার খবর জানা গিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের মধ্য পশ্চিম এবং সংলগ্ন দক্ষিণ পশ্চিম অংশে গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

এই নিম্নচাপ ক্রমশ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। এর জেরে আগামী ২৩ থেকে ২৬ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাস মতোই আজ সকাল থেকে রাজ্যের একাধিক জায়গায় আকাশের মুখ ভার। সেভাবে রোদের দেখা মেলেনি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ নিম্নচাপের জেরে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনিপুর এবং ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে। উত্তর বঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের কিছু অংশে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৪ তারিখ রাজ্যের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। ২৫ অক্টোবর মালদহ , উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুরে বেশিরভাগ অঞ্চলেই বৃষ্টি হতে পারে। ২৬ অক্টোবরও রাজ্য জুড়ে চলবে এই বৃষ্টি। ২৪ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার হলুদ সতর্কতা দেওয়া হয়েছে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলায়।

বুধবার মেলারমাঠে নতুন একটি পার্কের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

শব্দবাজি রোধে শহর জুড়ে তৈরি আটটি মোবাইল টিম

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স.): শহর জুড়ে আটটি মোবাইল টিম তৈরি করেছে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদঊ এই টিমের অফিসাররা কালীপুজো ও দীপাবলীর দিন শব্দবাজি যারা ফাটাবেন তাদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট থানায়ঊ এই প্রথম এইরকম কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হল দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফেঊ পাশাপাশি কলকাতা, সল্টলেক, রাজারহাট, ও হাওড়াতে শব্দবাজির দৌরাত্ম্য থাকায় ওই এলাকায় বাড়তি নজর রয়েছে পর্ষদের।

বুধবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান পরিবেশবিদ কল্যাণ রুদ্র বলেন, “দেখা যায় রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ বাজির দাপট বাড়তে থাকেঊ তাতে রাশ টানতে এই ধরণের টিম করা হয়েছেঊ” তবে পুরোটা যে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না তা উনি মেনে নিয়ে বলেন, জন সচেতনতা ছাড়া এই ধরণের সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যাবেনাঊ পাশাপাশি তিনি জানান, 'পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ অ্যাপ' নামে একটি অ্যাপ বের করা হয়েছেঊ যেখানে— সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেনঊ প্রাক্তন নগরপাল রাজেশ কুমার জানান, “যদি কোনও অভিযোগকারী অভিযোগ করার পর তাঁর নাম পরিচয় গোপন রাখতে চান তাহলে আমরা তা গোপন রাখব”ঊ এছাড়া দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হেল্প লাইন নম্বর ০৩৩২৩৩৫৩৯১৩ বা ১৮০০৩৪৫৩৩৯০ ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারেনঊ এই নম্বরটি যদিও কেবল কলকাতার কার্য্যালয়ের।

সুপ্রিম কোর্ট রাত আটটা থেকে ১০টা পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বাজি ফাটানোরঊ এই প্রসঙ্গে কল্যাণবাবু জানান, “ওই দুইঘন্টা বাজি ফাটানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে মানে ওই সময় যেকোনো বাজি ফাটানো যাবে তা নয়ঊ খেয়াল রাখতে হবে বাজির আওয়াজ যেন ৯০ ডেসিবেলের উপরে না যায়”ঊ অন্যথায় কলকাতা পুলিশ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ যৌথ ভাবে অভিযুক্তদের ব্যবস্থা নেবেঊ রাজেশ কুমার জানান, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায় না মানার অপরাধে ভারতীয় দন্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী এবং পরিবেশ রক্ষা অ্যাক্টের ১৫ ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবেঊ এতে শাস্তি হিসেবে পাঁচ থেকে সাত বছরের জেল ও লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারেঊ পাশাপাশি অপরাধ বুঝে পর্ষদ জরিমানা চাপাবে।

উচুঁ আবাসনের উপর থেকে বাজি ফাটানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে আজকালঊ সেই প্রবণতা রোধ করতে ড্রোন চালিয়েও নজরদারি করার কথা জানিয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এছাড়াও হাসপাতাল এলাকার ১০০ মিটারের মধ্যে সব রকম বাজি ফাটানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জানিয়েছে তাঁরা।

বৃহস্পতিবার বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স):— আগামীকাল বৃহস্পতিবার— কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বৃষ্টি হবে শনিবার পর্যন্ত। রবিবার কালীপুজোয় কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গনেশ দাস বুধবার বলেন, 'কালীপুজো বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্ষীণ। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।— আগামীকাল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে'। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর , মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। পশাপাশি কলকাতা, দুই মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, নদিয়া, মালদা, দুই দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ২৫ অক্টোবর দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, মালদা, দুই দিনাজপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ওড়িশা উপকূলে মতস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আবহবিদদের মতে, কলকাতা শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। যার অভিমুখ অন্ধ্রপ্রদেশ ও ছত্তীসগড়ের দিকে। এই নিম্নচাপ বলয়ের জেরে সক্রিয় হবে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু। উত্তুরে কনকনে হাওয়া তাপমাত্রার পারদও নামবে এক ধাক্কায়। একই সঙ্গে দেখা যাবে বৃষ্টির দাপট।

বৃহস্পতিবার— কলকাতার আকাশ থাকবে প্রধানত মেঘলা। আদ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার অবশ্য কলকাতার আকাশ ছিল মেঘলা। আবহাওয়াবিদরা জানান, এদিন রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক। সর্বনিম্ন,২৫ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি— । বাতাসে অপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৯৭ শতাংশ। সর্বনিম্ন,৬৪ শতাংশ। গত চব্বিশ ঘন্টায় কলকাতা ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়েছে ৩ দশমিক ৭ মিলিমিটার।

বদলা নিতে হাজির চুলবুল পান্ডে

কলকাতা,২৩ অক্টোবর (হি.স.) : প্রায় সাত বছর পর আরও একবার বড় পর্দায় ফিরলেন চুলবুল পান্ডেঊফ্যানদের কথা দিয়ে কথা রাখলেন চুলবুল পান্ডে ওরফে সলমন খানঊকারণ আজ বুধবার মুক্তি পেল প্রভু দেবার পরিচালিত 'দাবাং থ্রি'-র ট্রেলার ঊ

'দাবাং থ্রি' ফের আরেকবার একসঙ্গে জুটি বাঁধছেন সোনাক্ষি সিনহা ও সলমনঊফ্যানদের কথা দিয়েছিলেন অভিনেতা সলমন, সুযোগ পেলেই ফের চুলবুল পাণ্ডেকে নিয়ে আসবেন সিনেমার পর্দায় ।অবশেষে সেই কথা রাখলেন অভিনেতা ঊইন্দরে তুমুল আয়োজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে— দাবাং থ্রি-র শ্যুটিং ।দাবাং থ্রি-র ট্রেলারে ফের আরও একবার

ছয়ের পাতায়

জাতিঙ্গা উৎসবকে ঘিরে ডিমা হাসাওয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক, পরিযায়ী পাখির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায়, ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ

হাফলং (অসম), ২৩ অক্টোবর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় চলমান জাটিঙ্গা উৎসবকে ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। পরিযায়ী পাখি বধ রুখতে জাটিঙ্গা ও দিহিঙে জেলাশাসক কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক। এদিকে এই ধারার মধ্যেই চলমান উৎসবে পরিযায়ী পাখির ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে বলে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সুপারকে এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন জেলাশাসক।

২০১০ সালে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল জাটিঙ্গা উৎসব। এর পর নানা কারণে উৎসবটি বন্ধ হয়ে যায়। টানা নয় বছর পর এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাটিঙ্গা উৎসব। জাটিঙ্গায় আগত দেশ-বিদেশের পরিযায়ী পাখির সুরক্ষা এবং ডিমা হাসাও পর্যটন শিল্পকে চাঙ্গা করে তুলতে এবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ জাটিঙ্গা মহাসড়কের টপ ডাউনের কাছে জাটিঙ্গা উৎসবের আয়োজন করেছে। ইতিমধ্যে ২০ অক্টোবর উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসার হাত ধরে জাটিঙ্গা উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে। কিন্তু জাটিঙ্গা উৎসবকে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্কের।

বিতর্কের সুত্রপাত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তথা ডিমা হাসাওয়ের জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার জাটিঙ্গা ও দিহিঙে জারিকৃত ১৪৪ ধারা নিয়ে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জাটিঙ্গা ও দিহিঙে ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওই নির্দেশ জারি করে বলেছিলেন, আগস্ট মাস থেকে জাটিঙ্গা ও দিহিঙে দেশ বিদেশ থেকে পরিযায়ী পাখির আসা-যাওয়া শুরু হয়ে গেছে। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সেখানে পরিযায়ী পাখি আসতে থাকে। তাই এই সব পরিযায়ী পাখিদের সুরক্ষা দিতে এবং চোরা শিকারিরা যাতে তাদের হত্যা করতে না পারে তার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এছাড়া ১৪৪ ধারার অধীনে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন হেলোজেন লাইট, সার্চ লাইট ব্যবহারের ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অধিকন্তু এয়ারগান ক্যাটিবল নিয়ে কেউ জাটিঙ্গায় প্রবেশ করতে পারবে না। জারিকৃত ১৪৪ ধারা কেউ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ওয়াইল্ড লাইফ আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বলা হয়েছে।

এ সম্পর্কে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কংগ্রেস সদস্য ডেনিয়েল লাংথাসা প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে জাটিঙ্গায় ১৪৪ ধারা জারি করেছেন, আবার একই ব্যক্তি জেলাশাসক হিসেবে কী করে জাটিঙ্গা উৎসব আয়োজনের অনুমতি দেন? বুধবার হাফলং রাজীব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে কংগ্রেস নেতা ডেনিয়েল লাংথাসা বলেন, জাটিঙ্গা উৎসবে রাতে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন লাইট জ্বালিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আর এই আলোর রশ্মির বলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি আসছে জাটিঙ্গায়। আর জাটিঙ্গা উৎসবে আগত অতিথিরা এই-সব পাখির ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছেন।

ডেনিয়েল বলেন, পাখি হত্যা করা বা ধরা ওয়াইল্ড লাইফ আইনে এক বিরাট অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু জাটিঙ্গায় ১৪৪ ধারা অমান্য করে পাখি ধরায় ব্যস্ত উৎসবে আগত অতিথিরা। তিনি বলেন, ২০১০ সালেও জাটিঙ্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সে বছর পাখিদের সুরক্ষার দিকটি বিবেচনা করে দিনের বেলায় জাটিঙ্গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে রাতের অনুষ্ঠান হাফলং এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজন করা হয়েছিল। তাই জাটিঙ্গায় দেশ বিদেশ থেকে আগত বিভিন্ন প্রজাতির পরিযায়ী পাখির নিরাপত্তার দিকটি বিবেচনা করে সেখানে রাতের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়ার কাছে এক চিঠি পাঠিয়েছেন কংগ্রেস নেতা ডেনিয়েল লাংথাসা।

অন্যদিকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জাটিঙ্গায় এভাবে জাটিঙ্গা উৎসব আয়োজন করা নিয়ে আয়োজকদের বিরুদ্ধে হাফলং থানায় এক এজাহার দাখিল করেছেন অপর কংগ্রেস নেতা আচিং জেমি।

প্রসঙ্গত জাটিঙ্গা উৎসবের আয়োজক হচ্ছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে জেলাশাসক অমিতাভ রাজখোয়া নিজেই পার্বত্য পরিষদের প্রধানসচিব।

বিক্ষোভ

আটের পাতার পর

থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে শেষ মুহুর্তে তিনি আসতে পারেন নি। আজ নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, সেন্ট্রাল এভিনিউ হয়ে আবার স্কুলের সামনে গিয়ে শেষ হয় সেই প্রতিবাদ মিছিল। অভিভাবক এবং প্রাক্তনীদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন স্কুলের শিক্ষিকাদেরও একাংশ। সদ্য এবং বছর পাঁচেক আগে অবসরপ্রাপ্ত দুই শিক্ষিকা জনিয়েছেন মূলত জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়স্বৈরাচার ও যথেচ্ছাচার না মেনে নিতে পারায় তাঁরাও বাধ্য হয়ে স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছেন।

নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ

আটের পাতার পর

সম্মান পেয়েছেন ।এস্থার ডুফলোকে সংবর্ধনা দিতে তাঁর নামেও একটি স্ক্রোল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতেই । মঙ্গলবার সন্ধেয় কলকাতা বিমানবন্দরে পা রেখেছিলেন অভিজিৎ । সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও ব্রাত্য বসু । উপস্থিত ছিলেন অসংখ্য সাধারণ মানুষ । ফুল, মিষ্টি আর উষ্ণ অভ্যর্থনায় স্বাগত জানানো হয় ঘরের ছেলেকে । সেখান থেকে তিনি সোজা যান বালিগঞ্জ প্লেসের সপ্তপর্ণী আবাসনে। যেখানে তাঁর মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষা করছিলেন খ্যাতিমান ছেলের জন্য। রাত ৮ টায় সপ্তপর্ণী আবাসনে পৌঁছন অভিজিৎ। পাড়ার নোবেল জয়ী ছেলেকে শঙ্খ বাজিয়ে অভ্যর্থনা জানান আবাসনের বাসিন্দারা। 'সপ্তপর্ণী'র প্রতিটি ফ্ল্যাট থেকে বাজছে তখন শাঁক। সে এক বিরল অভিজ্ঞতা।

গাড়ি থেকে নেমে সোজা আটতলায় নিজের ফ্ল্যাটে চলে যান অভিজিৎ। এখানেও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে একটি কথাও বলেননি তিনি। সেখানেও আত্মীয়পরিজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধবের ভিড় ছিল দেখার মতো । মা নির্মলা দেবী রান্না করেছিলেন ছেলের প্রিয় খাবার ।এরই মধ্যে বসিরহাটের সাংসদ নুরসত জাহান তাঁর জন্য পাঠান ইলিশ আর চিংড়ি মাছ । বুধবার সেই ইলিশ মাছ দিয়েই দুপুরের আহার করেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

জরুরী পরিষেবা

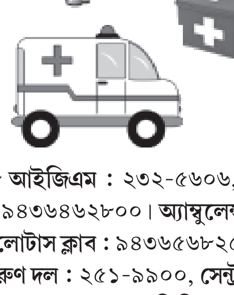

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত অভিযান

আটের পাতার পর

তারপরও যদি প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয় তাহলে স্বচ্ছ ভারত ও স্বচ্ছ শহর গড়ে তোলা কোনদিনই সম্ভব হবে না। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নেওয়ায় কৃষ্ণনগর কদমতলি যুব সংস্থার কর্মকর্তা এবং সকল সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

র‍্যালি আয়োজিত

আটের পাতার পর

বিধায়ক ভগবান দাস সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্বরা। রেলির শেষে গোকুলনগর বাজারে অনুষ্ঠিত হয় এক সভা।সভায় বক্তব্য রাখেন নেতৃত্বরা। এই রেলির সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য জানান। এদিনের এই পদযাত্রাকে ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল আয়োজকদের আশানুরূপ।

চুলবুল পান্ডে

পাচের পাতার পর

দেখা গেল সলমনের চেনা স্বাগ উআর ট্রেলারে চুলবুল পান্ডে জানাচ্ছে সে এবার এসছে বদলা নিতেউক্রিসমাস উপলক্ষে আগামী ২০ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে 'দাবাং থ্রি' ।ছবিতে সলমন,সোনাক্ষিকে ছাড়াও দেখা যাবে দেখা যাবে বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানকেও।

মির্জা আব্বাস

তিনের পাতার পর

আবরার হত্যার প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক নেতাদের উদ্যোগে ঢাকা এই সমাবেশ হয় ।সমাবেশে আবরারের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান মির্জা আব্বাস।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদুর সভাপতিত্বে ও সহপ্রচার সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলিমের পরিচালনায় সমাবেশে সাবেক ছাত্র নেতাদের মধ্যে আসাদুজ্জামান রিপন, আমানউল্লাহ আমান, আবুল খায়ের ভুঁইয়া, ফজলুল হক মিলন, খায়রুল কবির খোকন, নাজিমউদ্দিন আলম, শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, কামরুজ্জামান রতন, শফিউল বারী বাবু, সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, আকরামুল হাসান প্রমুখ বক্তব্য দেন।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর

পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এর বিষয়ে কাদের বলেন, আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দল একটি শক্তিশালী জোট। এই জোট থেকে একজন বেরিয়ে গেলে জোট ভেঙ্গে যাবে না। কোনো ধরনের খারাপ প্রভাব পড়বে না। তবে রাশেদ খান মেনন এখন তার বক্তব্য ভুলভাবে প্রকাশ করা হয়েছে বলে বলছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। সর্বেত্রে উন্নয়ন হচ্ছে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অনেক শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত।

বিসিবি সভাপতি

তিনের পাতার পর

মাধ্যমে জানিয়েছে হোয়াট টু ডু। আমরা জানিয়েছি, তারা যেন আমাদের সাথে বসে যে কোনো সময়। আলোচনা কী নিয়ে হবে- জানতে চাইলে বিসিবি সভাপতি বলেন,এখানে সমাধান তো দেওয়াই। আমি তো কালকেই বললাম, ওদের কোন দাবিটা আছে? এখানে এমন কোনো দাবি নেই, যেটা মানা যাবে না। দাবি নিয়ে আসলেই সাথে সাথে শেষ। ওদের আসতে হবে তো।দাবি বিসিবিকে না জানিয়ে ধর্মঘটের কর্মসূচি ডাকার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন নাজমুল। পাশাপাশি ভারত সফরে না গেলে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য সমস্যার কথাও বলেন তিনি।ওরা কি এই জিনিসটা বোঝে না যে এই ট্যুরটায় গেলাম না, তাতে কী হবে? বাংলাদেশ যদি স্যাংশনে পড়ে। খেলা বন্ধ হয় এক বছরের জন্য তাতে খেলোয়াড়দের কী লাভ? জিনিসটা তো খেলোয়াড়দের আগে বুঝতে হবে।ধর্মঘটের পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে আবারও দাবি করেন বিসিবি সভাপতি।এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্টের আগে এই ধরনের সিদ্ধান্ত কেউ নিতে পারে। আমার ধারণা, বেশিরভাগ প্লেয়ারই হয়ত জানে না। এটার মধ্যে ডেফিনেটলি একটা ষড়যন্ত্র আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।কারও কাছে কিছু না বলে খেলা বন্ধ করবে কেন? এটা তো ক্রিকেটকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র। এটা তো হতে পারে না। যে কেউ বোঝার কথা। কোনো দাবি না দিয়ে আগে খেলা বন্ধ! এটা তো হতে পারে না। এটা পৃথিবীর কোথাও নেই। এটার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো একটা ব্যাপার আছে।তবে ক্রিকেটারদের সবাই এই ষড়যন্ত্রে জড়িত নয় বলে মনে করেন বিসিবি সভাপতি। তিনি আরও বলেন,আপনাদের কি মনে হয়, টাকার জন্য ওরা এটা করছে? প্রশ্নই ওঠে না। যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডে বাংলাদেশে তারা যা পায়, অনেক বেশি পায়। কেউ বলতে পারবেন না প্লেয়াররা কম পাচ্ছে।শুধু টাকার কারণে তারা এমনটি করছে না। এখানে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে।

নোবেলজয়ীর সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাড়িতে প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনীরা

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে গেলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী সংসদের সদস্যরা। সংসদের সম্পাদক বিভাস চৌধুরি-সহ ছয় প্রাক্তনী বুধবার সকালে তাঁর বাড়িতে যান।

বই, ফুল দিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান তাঁরা। একইসঙ্গে অতুলপ্রসাদ গুপ্ত নামাঙ্কিত 'সেরা প্রাক্তনী' পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। প্রাক্তনীরা জানিয়েছেন, সেই সম্মান গ্রহণে সম্মতি দিয়েছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বছরের জানুয়ারি মাসে সেই পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে।

গতকাল সন্ধ্যায় নয়াদিল্লি থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তনী তথা অর্থনীতিবিদ। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের তিন মন্ত্রী। গতকাল সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

তাঁকে একবার দেখতে গতকাল বহু সাধারণ মানুষ বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন। শহরে পৌঁছে অভিজিৎবাবু বাইপাস হয়ে সোজা বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে পৌঁছে যান মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁকে স্বাগত জানাতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গোটা বাইপাস জুড়ে তাঁর ছবি দেওয়া হোর্ডিং লাগানো হয়েছিল।

চিকিৎসকরা

● প্রথম পাতার পর

হবে এবং তিনদিনের রিমান্ড চাইবে পুলিশ।

এদিকে, আজ বাদল চৌধুরীকেও আদালতে সোপর্দ করতে চেয়েছিল পুলিশ। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে আজ তা সম্ভব হয়নি। এ-বিষয়ে বাদল চৌধুরীর পক্ষের আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন জানিয়েছেন, পুলিশ আজ বাদল চৌধুরীকে আদালতে তোলার জন্য সব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, চিকিৎসকরা তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেননি। পুরুষোত্তম রায় বর্মনের কথায়, আজ বাদলবাবুব মাইল্ড স্ট্রোক জনিত সমস্যা হয়েছিল। সামান্য হলেও চিকিৎসকরা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি হননি, তাই তাঁকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যেতে দেননি চিকিৎসকরা। পুরুষোত্তমবাবু বলেন, এই খবর পেয়ে আগরতলা সরকার মেডিকেল কলেজ ও জি বি হাসপাতালের ৪ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের এক টীম বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে বাদল চৌধুরীর শারীরিক অবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পুরুষোত্তম দাবি করেন, ওই ৪ জন চিকিৎসকও বাদল চৌধুরীকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দিতে পারেননি। কারণ, বাদলবাবু সত্যি অসুস্থ তা তাঁরা বুঝেছেন। তিনি বলেন, বাদল চৌধুরীকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশের অ্যাম্বুলেন্স সহ যাবতীয় সমস্ত আয়োজন করে রেখেছিল পুলিশ। কিন্তু, সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের অনুমতি না পাওয়ায় তাঁকে আদালতে নিয়ে যেতে পারেনি পুলিশ।

এদিকে, সরকারি আইনজীবী রতন দত্ত দাবি করেন, বাদল চৌধুরী সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছেন। তিনি শুধু শুধু অসুস্থতার নাটক করছেন। তিনি বলেন, আজ বাদল চৌধুরীকে আদালতে তোলার কথা ছিল। কিন্তু, চিকিৎসকরা অনুমতি দেননি, তাই তাঁকে আজ আদালতে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে, আগামীকাল তাকে অবশ্যই আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ এবং তাঁর রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে।

শিক্ষক

● প্রথম পাতার পর

এনআরসি কর্তৃপক্ষের নিকট যখন স্কুল সার্টিফিকেট দাখিল করেন তখন আপত্তি দেখা দেয়। ভারতে বসবাসকারী প্রধান দলিল ধরে নিয়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেন গীতাদেবী। সেই ট্রাইব্যুনাল থেকেই চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অসমের নলবাড়ি কোর্ট নং - ১ এ ডেকে পাঠানো হয়। বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় নলবাড়িতে এনআরসি সম্পর্কিত ফরেনার ট্রাইবুনাল কোর্ট নং-১ এ স্বাক্ষর দেওয়ার পর চূড়ান্ত হয়ে যায় গীতারানী সরকার অসমের নাগরিক। ছাত্রীর বিপদে শিক্ষকের ভূমিকা দেখে গোটা নলবাড়ির এলাকার মানুষ আনন্দিত।

মানিক

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে না। বেকারদের কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে দেশে মন্দা দশা চলছে। জনগণের আর্থ সামাজিক অবস্থান ক্রমেই নিম্নমুখী হচ্ছে। দারিদ্র্যতা বাড়ছে। ধীরে ধীরে দেশের সমস্ত প্রান্তে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ জমা হচ্ছে। যেকোনও সময় তা বিস্ফোরণ হতে পারে বলে মানিক সরকার এদিন সভায় মন্তব্য করেন।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যোগ্যতাসম্পন্ন। তাই, যদি আপনারা কিছু নির্দিষ্ট পরামর্শ পান তবে শিক্ষার্থীদের উন্নতির জন্য এগিয়ে আসুন। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও চমক অপেক্ষা করবে। তিনি জোর গলায় বলেন, আমরা ১০ বছর শেষে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছাতে পারব।

নাথ দাবি করেন, এটি ত্রিপুরার পক্ষে সত্যই গর্বের মুহূর্ত, কারণ এনসিইআরটি যেমন সংস্থাগুলি অন্যান্য রাজ্যগুলিকে আমাদের রাজ্যের শিক্ষার ধরণ অনুসরণ করতে বলেছে। তেমনি অন্যান্য রাজ্যেও উল্লেখযোগ্য সংস্কার আনতে পরামর্শ দিয়েছে।

সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

অনাস্থা প্রস্তাবের চিঠি পাঠানো হয়েছে। কারণ বিজেপি পেছনের দরজা দিয়ে এডিসি দখলের ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু করেছে। এর বিরুদ্ধে সকলকে রুখে দাঁড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন গৌতম দাস।

প্রতাপগড়ে পুলিশ এনকাউন্টারে নিহত দুষ্কৃতী

প্রতাপগড়, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) : মঙ্গলবার রাতে উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার রানীগঞ্জ থানা এলাকায় এসটিএফ ও পুলিশের একটি যৌথ দলের এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতী। যার মাথার দাম রাখা হয়েছিল ৫০ হাজার টাকা। এনকাউন্টারে আহত এক এসটিএফ জওয়ানকে জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এডিজি (প্রয়াগরাজ জোন) সুজিত পান্ডে এসটিএফ দলকে এক লাখ টাকার নগদ পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। বুধবার সকালে পুলিশ সুপার অভিষেক সিংহ এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, এনকাউন্টারে নিহত দুষ্কৃতী হলেন কান্নুজ জেলার কসাই টোলা থানার কোতোয়ালি এলাকার বাবলু পতলা ওরফে সাজিদ। প্রতাপগড় শহরের ট্রিপল হত্যা মামলা ছাড়াও হত্যা, ছিনতাই ও ডাকাতির মতো বেশ কিছু মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন সাজিদ। তার অনেকদিন ধরে সন্ধান করছিল পুলিশ। সাজিদ কচ্ছ-বনিয়ান গ্যাংয়ের সদস্য ছিল। রানিগঞ্জ থানা এলাকার চৌহরজান ব্রিজের নিচে এই এনকাউন্টার হয়েছে। তিনি তার দলের আরও সদস্যের সাথে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দুষ্কৃতীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। তখনই সাজিদের গুলি লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় সাজিদকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। ঘটনাস্থল থেকে একটি কারখানায় তৈরি বন্দুক, একটি পিস্তল, ও প্রচুর পরিমাণে কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।

কাইপেং পাড়ায় ফুট ব্রিজ খুশি এলাকার জনগণ

।। গয়া চন্দ্র সূত্রধর।। তেলিয়ামুড়া, ২৩ অক্টোবর ।। দীর্ঘ বছরের দাবি পূরণ হল কাইপেং পাড়া এলাকাবাসীর। তেলিয়ামুড়া মহকুমাধীন কাইপেং পাড়া এলাকাবাসী দীর্ঘ বছর যাবৎ একটি ফুটব্রীজ এর দাবী জানিয়ে আসছিলেন। বিগত সরকারের আমলে বহুবার এই ব্রীজটির জন্য দাবী জানানো হয়। কিন্তু তাদের দাবী পুরন হয়নি। ত্রিপুরায় নতুন সরকার গঠন হওয়ার পূর্বে এলাকার মানুষকে কথা দিয়েছিলেন যদি বিজেপির নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠন হয় তবে এলাকাবাসীর দাবী পূরণ করার জন্য চেষ্টা করবেন এবং নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর কথা রাখল নতুন সরকার। কথা অনুযায়ী তাদের জন্য ব্রীজ তৈরি করল সরকার।

এলাকাবাসীর চলাচলের রাস্তার প্রধান অন্তরায় ছিল একটি ছড়া। যার জন্য এলাকাবাসীদের যাতায়াত সহ কৃষিকপন্য বাজারে নিয়ে যাওয়া, এলাকার অসুস্থ রোগীদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর ছিল। বর্তমানে ব্রীজটি তৈরী দেওয়ায় এলাকাবাসী ভীষণ খুশি এখন তারা সম্পর্কে তাদের নিত্য দিনের যাতায়াত করতে পারবেন।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। ভোট পড়েছে ৬৩ শতাংশ। এবারও বিজেপি-শিবসেনা জোট ক্ষমতায় আসতে চলেছে। ইঙ্গিত বুথ ফেরত সমীক্ষায় লোকসভা ভোটের প্রায় ছ'মাসের মধ্যে ফের বড় চ্যালেঞ্জ বিজেপির সামনে। লোকসভায় বিরাট সাফল্যের পর বিজেপির জন্য এই লড়াই ছিল নিজেদের মজবুত মাটিকে আরও শক্ত করার। অন্যদিকে, লোকসভা নির্বাচনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া কংগ্রেসের কাছে এই লড়াই ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর। এই লড়াইয়ে কার জয় হবে, কে হারবে সেসব জানা যাবে আগামী ২৪ অক্টোবর। সোমবারে মহারাষ্ট্রের ২৮৮ টি আসনে বড় কোনও অশান্তি ছাড়াই ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এদিন মহারাষ্ট্রে ২৮৮ টি আসনে ভোট পড়েছে ৬৩ শতাংশ। আগামী ২৪ অক্টোবর হবে গণনা। মহারাষ্ট্রে ২৮৮টি আসনের জন্য লড়াই করছে ৩২৩৭ প্রার্থী। রাজ্যে ভোটদাতার সংখ্যা ৮,৯৭,২২,০১৯। রাজ্যজুড়ে ৯৬,৬৬১ ভোটগ্রহণ গড়ে তোলা হয়েছে।

এদিকে, রাত পোহালেই ১৮টি রাজ্যের ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা। পাশাপাশি দুইটি লোকসভা আসনের ভোটগণনাও হবে বৃহস্পতিবার। সোমবার মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটের পাশাপাশি মোটের উপর শান্তিতেই শেষ হয় ১৮টি রাজ্যের ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ। বিধানসভা উপনির্বাচনে সোমবার সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে অরুনাচল প্রদেশে। সেখানে ভোটের হার ৯০.৭৪ শতাংশ। অন্যদিকে সোমবার সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে উত্তরপ্রদেশে। সেখানে ভোটের হার ৪৫.০৪ শতাংশ এছাড়াও এদিন বিহারের সমস্তীপুর এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা লোকসভা আসনেও উপনির্বাচনের গ্রহণ হয়।

লোকসভা ভোটের পর ফের ভোট গ্রহণ হল দেশের একাধিক রাজ্যে। সোমবার বিহারের সমস্তীপুর এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা এই দুটি লোকসভা আসনেও উপ-নির্বাচনে গ্রহণ হয়। এছাড়া আজ ১৮টি রাজ্যের ৫১টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হয়। এদিন ভোটগ্রহণ হয় কর্ণাটকের, উত্তরপ্রদেশ, বিহার গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, অসম, কেরল, মেঘালয়, ওড়িশা, পুডুচেরি, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড়, অরুণাচল প্রদেশ এবং হিমাচলপ্রদেশে বিধানসভা আসনে। আজ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী অরুনাচল প্রদেশে ভোট পড়েছে হার ৯০.৭৪ শতাংশ, অসমে ৭৪.১৪ শতাংশ বিহারে ৪৯.৫০ শতাংশ, গুজরাটে ৫০.৩৫ শতাংশ হিমাচল প্রদেশে ৬৭.৯৭ শতাংশ, কেরলে ৬৪.৯৯ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ৫৬.৬২ শতাংশ, মেঘালয়ে ৭৯.৮৩ শতাংশ, ওড়িশায় ৭২ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৬০.৫৯ শতাংশ রাজস্থানে ৬৪.২৫ শতাংশ, সিকিমে ৬৯.৫৫ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৬৮.৮৭ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৪৫.০৪ শতাংশ, ছত্তিসগড়ে ৭৪.৩৯ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ৮২.২৩ শতাংশ এবং পুডুচেরীতে ভোট পড়েছে ৬৬.৯৫ শতাংশ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উপর সেতুটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে পণ্য পরিবহণে খরচ কমে যাবে। পাশাপাশি ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য করিডোর হয়ে উঠবে। তাতে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে বাংলাদেশ। গুয়াহাটিতে ভারত-বাংলাদেশ স্টেকহোল্ডার মিটে আসামের মুখ্যমন্ত্রী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। এটা রাজ্যবাসীর জন্য নিশ্চয়ই আনন্দের বিষয়। তাছাড়াও সাব্রুমে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপিত হলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা সেখানে বিনিয়োগ করবেন বলেও তার সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব জানান। তাতে রাজ্যের জনগণের রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আশাব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা বলেন, সাতলাখী পুকুরটিকে আবর্জনামুক্ত ও জঞ্জালমুক্ত করে সৌন্দর্যায়ণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে সংস্কার করে পার্কের পরিবেশ গড়ে তোলার দাবি ছিল এলাকাবাসীদের। আজ পুর নিগমের এই কর্মসূচি বাস্তবায়ণের মাধ্যমে এলাকার জনগণের মধ্যে পরিবেশ দূষণমুক্ত ও জঞ্জালমুক্ত করার উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে। রাজ্য সরকার জল সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে শহরের পুকুরগুলি সহ রাজ্যের বিভিন্ন জলাশয়গুলি সংস্কার করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। নবনির্মিত পার্কটির যথোপযুক্ত, রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এলাকাবাসীদের দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানান বিধায়ক শ্রীসাহা।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, সাতলাখী পুকুরকে আবর্জনা ও জঞ্জালমুক্ত করে সৌন্দর্যায়ণের মাধ্যমে সংস্কার করা হয়েছে। আগরতলা শহরের এরকম ৭টি পুকুরকে সৌন্দর্যায়ণের কাজে হাত দিয়েছে পুর নিগম। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতায় এই কাজগুলি করা হবে বলে মেয়র জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার ড় শৈলেশ কুমার যাদব। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুর পারিষদ বিশ্বনাথ সাহা, নগরোন্নয়ন দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড় মিলিন্দ রামটেকে প্রমুখ।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

কদমতলা থেকে মহেশপুর পিডব্লিওডি সড়ক সহ আশপাশের গ্রামের জরাজীর্ণ সড়ক দ্রুত মেরামতি ও সংস্কারের দাবিতে এক প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন প্রদান করা হয় ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পক্ষ থেকে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের ডেপুটেশন কদমতলা পি ডব্লিউ ডি অফিসের এসডিও এর হাতে তুলে দিলে এসডি মহোদয় উনাদের পাঁচ দফা দাবি দাওয়া উনাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করবেন বলেও আশ্বস্ত করেন।

তাছাড়া এসডিও মহোদয় জানান, উনাদের কাছে রাস্তা সংস্কারের পর্যাপ্ত টাকা নেই। তবে বিষয়টুকু উনারা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করবেন। পাশাপাশি ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ধর্মনগর বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক জহুরুল হক ডেপুটেশন প্রদান করার পর সংবাদ কর্মীদের সামনে জানান, দীর্ঘদিন যাবৎ কদমতলা ধর্মনগর রানিবাড়ি কুর্তি প্রেমতলা সহ আশপাশের গ্রামের সড়কগুলির বেহাল দশা। সুতরাং সেই সকল রাস্তা দ্রুত সংস্কার ও মেরামতের দাবিতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আজ ৫ দফা দাবিসনদের ভিত্তিতে কদমতলা পি ডব্লিউ ডি এসডিও এর নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। যদি উনাদের ৫টি দাবিদ্যায়া পূরণ না হয় তাহলে আগামীদিনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে।

ফসলের

● প্রথম পাতার পর

ক্ষতি করছে এই বন্য হাতির দল। এই ব্যাপারে মহকুমা শাসক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য জানালেন প্রশাসন শীঘ্রই ব্যবস্থা নেবে।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসলেন বাংলার মহারাজ

ভোটাভুটি, টানটান বৈঠকের শেষে অনেক এগিয়ে থাকা ব্রিজেশ প্যাটেলকে স্লগ ওভারে হারিয়ে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন বাংলার মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সব ঠিকঠাক হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণে তখনও কিছুটা সময় বাকি ছিল। ২৩ অক্টোবর ছিল সেই দিন যেদিন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেবেন। সেইমত বুধবার সকালে বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন সৌরভ। সর্বভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা বিসিসিআইয়ের তরফেও ট্যুইট করে জানানো হয় এদিন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।বিসিসিআইয়ের নয়া সংবিধান অনুযায়ী সৌরভ আগামী ৯ মাস এই পদে থাকবেন। তারপর তাঁকে বাধ্যতামূলক কুলিং অফ-এ যেতে হবে। সেইমত আগামী বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি বিসিসিআইয়ের মাথা হয়ে থাকবেন। এদিন তাঁর সঙ্গে বিসিসিআইয়ের সেক্রেটারি পদে বসলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর ছেলে জয় শাহ। বিসিসিআইয়ের যুগ্ম সম্পাদক হলেন জয়েশ জর্জ। বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট অনুরাগ ঠাকুরের ভাই অরুণ সিং ধুমল হলেন হিসাবরক্ষক।গত ৩৩ মাস ধরে সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত কমিটি বিসিসিআইয়ের দায়িত্ব সামলেছে। অবশেষে ৩৩ মাস পর ফের নতুন প্রেসিডেন্ট ও কমিটি পেল বিসিসিআই। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় হলেন বিসিসিআইয়ের ৩৯ তম প্রেসিডেন্ট।

আগামী ৯ মাস তাঁর পরিচালনাতেই এগোবে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট সংস্থা। আপাতত তিনি ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির দিকেই নজর দিতে চান বলে জানিয়েছেন সৌরভ। তাঁর সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের দিকে। - সংবাদ সংস্থার সাহায্য নিয়ে লেখাতড়িত ঘোষ : ৩৯ তম ভারতীয় বোর্ড সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন শুনে আর কেউ ঐ পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেননি।আজ ২৩শে অক্টোবর সভাপতি নির্বাচিত হওয়া পর তিনি যে ব্লেজার জ্যাকেটটি পরেন ওটাই তিনি ক্যাপ্টেন হওয়ার পর পরেন। তিনি বলেন 'ক্যাপ্টেন হওয়ার পর এই ব্লেজার টি পরেছিলাম এবং এখন দেখছি এটা অনেক ঢিলে'। এই কথার মাধ্যমে আক্ষরিক ভাবে তিনি বোঝাতে চাইলেন যখন ক্যাপ্টেন হয়েছিলাম তখনের থেকে এখনের এই কাজ অনেক সহজ। এরপর তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করেন এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেন।ধোনি প্রসঙ্গে তিনি জানান 'ধোনি একজন চ্যাম্পিয়ন, চ্যাম্পিয়ন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় না'।কোহলি প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'আমি কালকেই তার সঙ্গে কথা বলবো, কোহলি ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এবং ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কোহলি ভারতীয় ক্রিকেটকে অন্যতম উচ্চতায় নিয়ে গেছে।'এছাড়াও ঘরোয়া ক্রিকেট, স্বার্থ সংঘাত, বাংলাদেশ সিরিজ ইত্যাদি বিষয়ে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের তিনি উত্তর দেন। প্রসঙ্গত প্রায় তিন বছর (৩৩ মাস) পর ভারতীয় বোর্ডে নির্বাচন হলো। এই তিন বছর সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সদস্যরা বোর্ড পরিচালনা করছিলেন।

অভিজিতকে আজীবন সদস্যপদ সবুজ-মেরুনের

আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। বুধবার বালিগঞ্জের বাড়িতে গিয়ে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্লাবের আজীবন সদস্যপদের সম্মান তুলে দিলেন মোহনবাগান কর্তারা। এ দিন তাঁর হাতে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের মেম্বারশিপ কার্ড, জার্সি ও ১৯১১-র শিল্ডজয়ী মোহনবাগান দলের ছবি তুলে দেন মোহন কর্তা সৃঞ্জয় বসু এবং দেবাশিস দত্ত। পরিয়ে দেওয়া হয় সবুজ-মেরুন উত্তরীয়ও। বুধবার সন্ধেবালাই কলকাতায় পা রেখেছেন অভিজিত। ইতিমধ্যেই স্কুল সাউথ পয়েন্ট স্কুল ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মান জানানোর তোড়জোড় শুরু করেছে। সংক্ষিপ্ত সফরে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন অভিজিত। নোবেলজয়ের পরেই অভিজিত বিনায়কের কাছে ইমেল পাঠিয়ে সম্মান জানানোর কথা জানিয়েছিল মোহনবাগান। সেই সময়ে দোটানায় পড়ে গিয়েছিলেন অভিজিতবাবু। এ কথা জানিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমকেও। কারণ, তিনি নিজে একজন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। তারপর বলেন, ''সব দোটানা ছেড়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি মোহনবাগানের সম্মান গ্রহণ করব। কারণ এই দুটি ক্লাবই তো বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।'' মহানির্বাণ রোডে ছোটবেলা কেটেছে অভিজিতবাবুর। ওই এলাকায় ইস্টবেঙ্গল সমর্থক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাহলে কী ভাবে এই লাল-হলুদের প্রেম? অভিজিতবাবু জানিয়েছিলেন, তাঁর পিসতুতো দাদার পাল্লায় পড়ে তিনি ইস্টবেঙ্গল সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়ির সবাই মোহনবাগান হলেও দাদার কাছে ইস্টবেঙ্গলের সাফল্য কাহিনী শুনতে শুনতে অজান্তেই সমর্থক হয়ে গিয়েছেন। মাঠে গিয়ে একসময়ে ইস্টবেঙ্গলের খেলাও দেখতেন অভিজিতবাবু। তবে এ দিন মোহনবাগানের সম্মান গ্রহণ করলেন নোবেলজয়ী বাঙালি। হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে।

জয়ে ফিরল মোহনবাগান, হারাল মালদ্বীপের ক্লাবকে

প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা সামলে চট্টগ্রামের মাঠে শেখ কামাল ইন্টারন্যাশনাল কাপের দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ে ফিরল মোহনবাগান। এ দিন মালদ্বীপের টিসি স্পোর্টসকে ২-০ গোলে হারাল কিবু ভিকুনার দল। খেলার শুরু থেকেই এ দিন আক্রমণের ঝর তোলে বাগান দল। চার মিনিটের মাথায় ড্যানিয়েল সাইরাসের গোলে এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন। ৬৪ মিনিটে ২-০ করেন সালভা চামরো। শিল্টন ডি''সিলভা ও চামরোর অবশ্য দুটি শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। কলিনাসের হেড দূরন্ত সেভ করেন প্রতিপক্ষ গোলকিপার। না হলে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত এদিন। প্রথম ম্যাচে লাওসের বিদেশিহীন ইয়ং এলিফ্যান্টের বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও ২-১ গোলে হেরেছিল মোহনবাগান। ৮৯ মিনিটে গোল হজম করে হারতে হয়েছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে। সেই টিমের পাঁচ জন ফুটবলারকে এদিন পরিবর্তন করেন কোচ ভিকুনা। প্রথম একাদশে এনেছিলেন মোরান্তে, চুলোভা, শিল্টন ডি''সিলভা, ব্রিটো ও সুহেরকে। আর তাতেই বাজিমাত। এই টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে গেলে মোহনবাগানকে জিততেই হতো এদিন। গঙ্গাপারের ক্লাবের পরের ম্যাচ চট্টগ্রাম আবাহনীর বিরুদ্ধে।

তিন ফর্ম্যাটেই শীর্ষ দশে, রোহিতের মুকুটে নয়া পালক

সীমিত ওভারে রাজত্ব করে এসেছেন এতদিন। এবার রোহিত শাসন করতে শুরু করলেন টেস্ট ক্রিকেটেও। বিশ্বকাপের পরেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট স্কোয়াডে থাকলেও প্রথম একাদশে নামার সুযোগ জোটেনি। তবে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সুযোগ পেয়েই বাজিমাত। গোটা সিরিজে চারটে মাত্র ইনিংসে ব্যাট করেছেন। তার মধ্যেই দুটো শতরান সহ একটি দ্বিশতরান করেছেন। সিরিজে ৫২৯ রান করে তিনিই সিরিজের সেরা।যাইহোক, রাঁচিতে ২১২ রানের ইনিংসের সৌজন্যে রোহিত শর্মা টেস্টের ক্রমতালিকায় ১২ ধাপ এগিয়ে ১০ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন। এর ফলে তিন ফর্ম্যাটের ক্রিকেটের র‍্যাঙ্কিংয়েই রোহিত প্রথম দশে পৌঁছে গেলেন। তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে রোহিত শর্মা তিন ধরনের ক্রিকেটেই শীর্ষ দশে পৌঁছলেন। এর আগে ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি, গৌতম গম্ভীর এই কীর্তি গড়েছিলেন।দুরন্ত সাফল্য, তারপরেই রোহিতের মুখে বিরাট-শাস্ত্রীর নামরোহিত বাদে অন্য ভারতীয় ব্যাটসম্যানরাও ক্রমতালিকায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগমন ঘটিয়েছেন। অজিঙ্কা রাহানেই যেমন। সদ্য বাবা হয়েছেন। তারপরেই সেঞ্চুরি হাকিয়েছিলেন রাঁচিতে। এর ফলে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে গেলেন তিনি। এটাই তাঁর টেস্ট কেরিয়ারের সর্বোচ্চ র‍্যাঙ্কিং। ২০১৬ সালে নভেম্বরে পঞ্চম স্থানেই পৌঁছেছিলেন তিনি। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের বিচারে তিনি আপাতত ভারতের তৃতীয় সেরা ব্যাটসম্যান। র‍্যাঙ্কিংয়ে রাহানের আগে রয়েছেন কোহলি ও চেতেশ্বর পূজারা।পাশাপাশি, মায়াঙ্ক আগারওয়াল ১৮ নম্বরে উঠে এসেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শেষে প্রথম কুড়ির মধ্যে ভারতেরই পাঁচ বাটসম্যান। বিরাট কোহলি যথারীতি তিন ফর্ম্যাটেই শীর্ষে। কোহলির কাছাকাছি এই কীর্তি গড়েছিলেন গৌতম গম্ভীর। টেস্ট ও টি টোয়েন্টিতে গম্ভীর একসময় শীর্ষে ছিলেন। সেই সময় অবশ্য একদিনের ক্রিকেটে গম্ভীরের র‍্যাঙ্কিং ছিল অষ্টম।

সর্বকালের সেরা পাঁচে লেওয়ানডস্কি রোনাল্ডো-মেসির এলিট ক্লাবে নিলেন সদসপদ

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও লিওনেল মেসির এলিট ক্লাবে এলেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি। মঙ্গলবার এথেন্সে রুদ্ধশ্বাস মাচে বায়ার্ন ৩-২ গোলে হারিয়েছে অলিম্পিয়াকোসকে হারিয়েছে। এই মাচে জোড়া গোল করে চাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে এসেছেন জার্মান ক্লাবের গোলমেশিন।

চাম্পিয়ন্স লিগের সর্বকালের সেরা গোলদাতাদের তালিকায় এখন পাঁচে এলেন বায়ার্ন মিউনিখের পোলিশ স্টার। রুড ফান নিস্তেলরয়কে (৫৬টি গোল) টপকে লেওয়ানডস্কি এখন পাঁচে। তাঁর ঝুলিতে এসেছে ৫৮টি গোল। এই তালিকায় প্রথম চারে রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো (১২৭টি গোল), লিওনেল মেসি (১১২টি গোল), রাউল গঞ্জালেজ (৭১টি গোল) ও করিম বেঞ্জিমা (৬০টি গোল)।লেওয়ানডস্কির ৫৮টি গোল এসেছে ৮৩টি মাচ। ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের হয়ে খেলে করেছেন ৪১টি গোল। বায়ার্নে তিনি যোগ দেন ২০১৪-১৫ মরসুমে। এখনও পর্যন্ত জার্মান ক্লাবের হয়ে ৪১টি গোল করা হয়ে গেল তাঁর।চলতি মরসুমে লেওয়ানডস্কি আগুনে ফর্মে আছেন। ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে ১৭ মাচে করেছেন ২১টি গোল। পোল্যান্ডের হয়ে হাটট্রিকের স্বাদও পেয়েছেন ক্যাপ্টেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ বিষয় ২০১৯ সালে লেওয়ানডস্কির মতো আর কোনও ফুটবলার নিজের ক্লাবের হয়ে এত বেশি গোল করেননি। ৩৬ মাচে ৩৬ গোল করা হয়ে গিয়েছে তাঁর। এরপরেই মেসি (৩২), কিলিয়ান এমবাপে (২৯), সের্জিও আগুয়েরো (২৯) ও রহিম স্টার্লিং(২৭টি)।চলতি বছর বালন ডি''অরের জন্য যে ৩০ জন ফুটবলার মনোনীত হয়েছেন তাঁদের মধে রয়েছেন লেওয়ানডস্কি। আগামী ৪ ডিসেম্বর জানা যাবে কে পাবেন বালন ডি''অর।

ফাঁকা মাঠ! ভারত সফরের আগে ক্যাম্পে এলেন না কোনও বাংলাদেশি ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিবেদন : ১১ দফা দাবি। যা নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন ক্রিকেটাররা। বাংলদেশ ক্রিকেটে এখন টালমাটাল অবস্থা। একদিকে এতগুলো দাবিদাওয়া পূরণের জন্য চাপ বাড়াচ্ছেন ক্রিকেটাররা। আরেকদিকে বিসিবির কর্তারা একের পর এক বেফাঁস মন্তব্য করে চলেছেন। পরিস্থিতি এখন এমন যে সাকিব আল হাসানদের ভারত সফরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তবে বাংলাদেশ যদি শেষমেশ ভারত সফর না আসে তা হলে আখেরে ভারতীয় দলেরই লাভ। সেক্ষেত্রে ম্যাচ না খেলেই ১২০ পয়েন্ট পাবে ভারতীয় দল। এমনিতেই আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে পয়েন্টের বিচারে এখন শীর্ষে বসে রয়েছে কোহলির দল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১২০ পয়েন্ট পেয়ে গেলে বিরাট কোহলির দল বাকিদের জন্য ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে।ভারতীয় ক্রিকেটের মসনদে বসেই সৌরভ গাঙ্গুলির ''দশ দাওয়াই''৩ নভেম্বর দিল্লিতে ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচ। তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের পরে রয়েছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। সামনের মাসে ভারত সফর। গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। তার আগে তাই বিসিবি ক্রিকেটারদের জন্য একটি ক্যাম্প-এর আয়োজন করেছিল। কিন্তু বিদ্রোহের বাতাবরণে কোনও বাংলাদেশি ক্রিকেটার সেই ক্যাম্পে এলেন না। ২৪ অক্টোবর থেকে ক্যাম্প শুরু হওয়ার কথা। বুধবার বিকেলের মধ্যে ছিল ক্যাম্পে রিপোর্টিং টাইম। কিন্তু বিকেল পর্যন্ত মাঠ ফাঁকা পড়ে রইল। কোনও বাংলাদেশি ক্রিকেটার ক্যাম্পে যোগ দিতে এলেন না। এদিকে, বুধবরাই ক্রিকেটার ও বিসিবির মধ্যে আলোচনা হবে। সেই সভায় ইতিবাচক ফলের আশা করছে বাংলাদেশের ক্রিকেট মহল। কলকাতায় ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ দেখতে আসার সম্ভাবনা ছিল শেখ হাসিনার। কিন্তু আপাতত সেসব সম্ভাবনা বিশ বাঁও জলে।গত সোমবার ১১ দফা দাবির কথা জানিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। দলের বেশিরভাগ সিনিয়র ক্রিকেটার সেই সম্মেলনে ছিলেন। বিসিবির বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দেন কোনও কোনও ক্রিকেটার। এরই মধ্যে বিসিবির প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান পাপন গোটা ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, জিম্বাবোয়ের মতো বাংলাদেশকেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে নির্বাসনে পাঠানোর চেষ্টা করছেন কেউ বা কারা। তবে তিনি কারও নাম উল্লেখ করে কিছু বলেননি। তবে তিনি জানিয়েছেন, কারা এই ধরণের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্তি তিনি সেটা জানেন। তাঁর এমন উক্তি যেন পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে।

বোর্ডের সিওএ পদে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনও অর্থ নিতে নারাজ রামচন্দ্র গুহ

বুধবার দেশের ক্রিকেট মসনদে বসলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন সরকারীভাবে তাঁর হাতে দায়িত্ব তুলে দিল কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স। এর আগে গত ৩৩ মাসের বেশি সময় ধরে ভারতীয় ক্রিকেট চালিয়ে এসেছে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সিওএ কমিটি। সেই সিওএ-কমিটিরই এক সময়ের সদস্য ছিলেন রামচন্দ্র গুহ। এবার বোর্ডের সিওএ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর ক্ষতিপূরণ নিয়ে মন্তব্য করলেন রামচন্দ্র গুহ।নতুন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর টিম এদিন দায়িত্ব নেওয়ার পর সিওএ সদস্যরা এখন অবসরে গেলেন। সেক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত প্রাক্তন সিওএ সদস্যদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিওএ প্রধান বিনোদ রাই ও ডায়না এডুলজিরা ৩৩ মাস ধরে বোর্ডের দায়িত্ব সামলানোয়, বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেকে ৩.৫ কোটি টাকা পেতে চলেছেন। সেখানেই সিওএ''র ভূমিকায় কাজ করার জন্য কোনও অর্থ নিতে নারাজ রামচন্দ্র গুহ। কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্সের প্রাক্তন আরেক সদস্য বিক্রম লামায়েও কোনও অর্থ নিতে রাজি হননি। প্রসঙ্গত নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সিওএতে কাজ করার জন্য বোর্ডের পক্ষ থেকে রামচন্দ্র গুহ''র ৪০ লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা ছিল।রামচন্দ্র গুহ বলেন, ''সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত এই পদে আসার আগেই আমি পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম যে এটি একটি সাম্মানিক পদ। এই পদের প্রতি সম্মান জানিয়েই কোনও ধরনের অর্থ গ্রহণ করব না। আজ যখন সিওএ-র থেকে দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের হাতে গেল।তখনও আমি আমার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকব।'' উল্লেখ্য সিওএ গঠনের প্রথম দিন থেকেই রামচন্দ্র গুহ কমিটিতে ছিলেন। ২০১৭ সালে ব্যক্তিগত কারণে বিশেষ এই পদ থেকে সরে আসেন তিনি।

কিং কোহলিকে ধন্যবাদ দিলেন ঋদ্ধি

রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছে ভারত। চোটের কারণে বিগত কয়েক মাস মাঠের বাইরে থেকে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে মাঠে ফিরেছেন ঋদ্ধিমান সাহা। একদিন আগে সিরিজ জিতে মঙ্গলবার রাতেই কলকাতায় ফিরেছেন তিনি। আর শহরে ফিরেই তিনি ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।বাংলার পাপালি বলেন, ''চোট সারিয়ে এতদিন পরে দলে ফিরে বেশ ভাল লেগেছে। অধিনায়ক আমার ওপরে আস্থা রেখেছেন, এটাই আমার কাছে অনেক।

হারের খরা কাটিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন সিন্ধু

হারের খরা কাটিয়ে ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন ভারতীয় শাটলার পিভি সিন্ধু। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে সময়টা ভালো যাচ্ছিল না পিভি সিন্ধুর। পর পর দুই টুর্নামেন্টে একটিতে প্রথম ও একটিটে দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে বেরিয়ে যেতে হয়েছিল ভারতীয় মহিলা শাটলারকে। তবে অবশেষে খারাপ সময় কাটলো পিভির। ফ্রেঞ্চ ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জয় পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন ভারতীয় মহিলা শাটলার। অপরদিকে, পুরুষদের সিঙ্গলস বিভাগে জয় পেলেন ভারতীয় শাটলার শুভঙ্কর দে। পিছিয়ে থেকেও জয় নিশ্চিত করেন শুভঙ্কর।মঙ্গলবার রাতে মাত্র ৪৪ মিনিটেই সিন্ধু হারালেন নিজের ক্যানাডিয়ান প্রতিপক্ষ মিচেলি লিকে। প্রতিপক্ষকে ২১-১৫, ২১-১৩ ফলে পরাস্ত করেন সিন্ধু। শেষ দুই টুর্নামেন্টে প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছিলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শাটলার। একই সঙ্গে সময়টাও কিছুটা খারাপ যাচ্ছিল ভারতীয় মহিলা শাটলারের। তবে অবশেষে এবার ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গেলেন গোপীচাঁদের ছাত্রী। প্রথম গেমে মাত্র ২০ মিনিটেই ক্যানাডিয়ান প্রতিপক্ষ হারান তিনি। একই সঙ্গে দ্বিতীয় গেমে ২৪ মিনিটের লড়াই চললেও হেসেই কোর্ট ছাড়েন এই ভারতীয়। অপরদিকে, পুরুষ সিঙ্গলস বিভাগের প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন ভারতের শুভঙ্কর দে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিপক্ষর কাছে পিছিয়ে থেকেও জয় ছিনিয়ে নেন তিনি। প্রথম গেমে ১৫-২১ ফলে হারতে হয় শুভঙ্করকে। তবে শেষ দুই সেটে আর ইন্দোনেশিয়ার শাটলারকে জায়গা দেননি শুভঙ্কর। আর সেই দুই সেটে ২১-১৪ ও ২১-১৭ ফলে ম্যাচ জিতে ননে তিনি। পিছিয়ে থেকে দুরন্ত ভাবে ম্যারাথন লড়াই করতে দেখা যায় ভারতীয় পুরুষ শাটলারকে।অপরদিকে, বিশ্ব ব্যাডমিন্টন ফেডেরেশন (বিডব্লুএফ-এর) ব্যাঙ্কিংয়ে এগোলেন ভারতীয় শাটলার সাই প্রণীথ। পুরুষদরে ব্যাডমিন্টন ব্যাঙ্কিংয়ে এই প্রথম ১১ নম্বরে উঠে এলেন প্রণীথ। ভারতীয় শাটলার হিসাবে এই প্রথম এই স্থানে জায়গা পেলেন প্রণীথ। পাশাপাশি মহিলাদের ব্যাডমিন্টন ব্যাঙ্কিংয়ে নিজের জায়গা ধরে রাখলেন পিভি সিন্ধু। ব্যাঙ্কিং তালিকায় ৬ নম্বর জায়গা ধরে রাখলেন সিন্ধু। এবার সেরা ১০ জনের মধ্যে ঢুকে পরাই টার্গেট থাকবে ভারতীয় পুরুষ শাটলার প্রণীথের। অপরদিকে, বুধবার রাতে ফ্রেঞ্চ ওপেনের লড়াইয়ে নামছেন ভারতীয় মহিলা শাটলার সাইনা নেহওয়াল ও পুরুষ শাটলার পরুপল্লী কাশ্যাপ।

ফরাসি ওপেন: প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন শ্রীকান্ত-কাশ্যপ-সমীর

ফরাসি ওপেনের শুরুটা একেবারেই ভালো হল না ভারতের। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন, আজ প্রথম রাউন্ড থেকেই কিদাম্বি শ্রীকান্ত, পারুপাল্লী কাশ্যপ ও সমীর ভর্মা ছিটকে গিয়েছেন।ম্যাচে কিদাম্বি শ্রীকান্ত তাইওয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বী তিয়েন চেন চৌয়ের কাছে হেরে বসেন। প্রথম গেমে ২১-১৫ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন শ্রীকান্ত। এরপরই ছন্দপতন। পরের দুই গেমে হতশ্রী পারফর্ম্যান্স। কোনও রকম প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি তিনি।দ্বিতীয় গেমে তাইওয়ানের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে একেবারেই দাঁড়াতে পারেননি শ্রীকান্ত। দ্বিতীয় গেমে ৭-২১ ববধানে হেরেছেন কিদাম্বি। তৃতীয় গেমে একসময় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত ১৪-২১ ব্যবধানে ম্যাচ হারেন শ্রীকান্ত।দিনের অন্য ম্যাচে হংকংয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী কা লংয়ের বিরুদ্ধে স্ট্রেট গেমে ম্যাচ হারলেন পারুপাল্লী কাশ্যপ। ৩২ মিনিটের লড়াই শেষে কাশ্যপের বিরুদ্ধে ম্যাচের ফল ১১-২১, ৯-২১।এদিন ছেলেদের বিভাগে আরেক শাটলার সমীর ভার্মাও হেরে বসেন। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করলেও টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে জাপানের কেন্টা নিশিমোটোর বিরুদ্ধে তিন গেমের লড়াই শেষে হার সমীরের। ২২-২০ ব্যবধানে প্রথম গেম জিতে গেলেও পরের দুই গেমে সাফল্য পাননি। পরের দুই গেমে ১৮-২১ ও ১৮-২১ ব্যবধানে হেরে বসেন।

Educational Notification

This is for information to all concerned that the following seats as per seat matrix have remained vacant after the 2nd Round counseling of eligible candidates in connection with admission to GNM Training Course for the academic session 20192020, which was held on 22" October 2019.

GNM Training Courses for the academic session 2019-2020

Name of the Institutions	No of Vacant seats	UR	ST	SC
DR BRAM Nursing School (Regional Cancer Centre, Agartala) (Male)	1	-	1	-
Nurses Training Institute(AGMC & GBP Hospital) (Female)	2	-	2	-

Hence, Mop up Round Counciling will be held on 30/10/2019 (Wednesday) at 12AM. In the office premises, of Directorate of Medical Education, Dr. P.B.Das Memorial Building, Bidurkarta Chowmuhani, Agartala for distribution of those remaining seats in connection with admission to GNM Training Course for the academic session 2019-2020.

As such the interested eligible GNM candidates with the following merit position are invited to attend the counseling as per scheduled date & time with original documents of i) Madhyamik Admit Card, ii) HS+2 Stage passed Mark sheet, iii) Permanent Resident of Tripura Certificate (PRTC), iv) 4(Four) copies of passport size photograph, v) Cast Certificate, vi) Registration and Enrollment copy, vii) PWD (Locomotors Certificate) if any.

Name of the Course	No. of seats available category wise	Common merit position (Rank) (Eligible for counselling)
GNM	01(One) No. of ST. seat for Male candidate	ST. Up to 201
GNM	02 (Two) No. of ST seats for Female candidates.	ST. Up to 347

Seats will be distributed as per merit in respective category in accordance with the seat matrix and reservation policy of the state.

Director of Medical Education
Government of Tripura.

ICA/D-1150/2019-20

জাগরণ 24 October, 2019, Thursday আগরতলা, ২৪ অক্টোবর, ২০১৯ ইং, ■ ৬ কার্ত্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণে সিনিয়ার সিটিজেন এবং পেনশনার্স অ্যাসো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর ।। ত্রিপুরা সিনিয়ার সিটিজেন এবং পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বুধবার আগরতলায় আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বেশকিছু দাবিসনদ রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন। সংগঠনের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রণজিৎ দে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের ভাল কাজগুলির প্রতি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন রয়েছে পেনশনারদের। রাজ্য সরকার কর্মচারী এবং পেনশনারদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশনের ধাঁচে বেতনক্রম চালু করলেও পেনশনারদের জন্য ডিয়ারনেস রিলিফ পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘোষণা করেনি। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে এর সতেরো শতাংশ তফাৎ রয়েছে। অবিলম্বে পেনশারদের ডিয়ারনেস রিলিফ প্রদান করার জন্য সংগঠনের তরফ তেকে দাবি জানানো হয়েছে। রাজ্য সরকার ৫ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা পুনর্বিবেচনা করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে সংগঠন। বর্তমানে রাজ্য সরকার কৃষকদের কল্যাণে নানাবিদ প্রকল্প ঘোষণা করায় সন্তোষ ব্যক্ত করেছে সংগঠন। পেনশনারদের চিকিৎসা ভাতা মাসিক ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ন্যূনতম ২০০০ টাকা করার জন্যও সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সিজিএইচএস স্কিমের ধাঁচে রাজ্যেও হেলথ স্কিম চালু করার দাবি জানিয়েছেন তারা ।রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়ণে সাধ্যমতো সব ধরনের সহযোগিতা করতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা অঙ্গীকারবদ্ধ বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন সংগঠনের সভাপতি রণজিৎ দে।

কৃষ্ণনগরে স্বচ্ছ ভারত অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ অক্টোবর ।। রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগরের কদমতলি যুব সংস্থার উদ্যোগে বুধবার স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হয়। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি নিজেও এলাকাবাসীর সঙ্গে সাফাই অভিযানে শামিল হন। সাফাই অভিযানে অংশ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আমাদের শহর আগরতলাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ করে তুলতে হবে। দেশের ১০টি শহরকে স্বচ্ছ শহরের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ত্রিপুরা স্থান পায়নি। ত্রিপুরাকে এই তালিকায় স্থান করে নিতে শহর এলাকার প্রত্যেক জনগণকে উদ্যোগী হতে হবে। এজন্য প্রয়োজন প্রত্যেকের নিজের বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। শুধু আনুষ্ঠানিকভাবেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নিলেও চলবে না। প্রতিদিন স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য কাজ করতে হবে। তাহলেই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের শ্লোগান স্বার্থকতা লাভ করবে। শুধু আগরতলা শহর এলাকাতেই নয় রাজ্যের সর্বত্রই স্বচ্ছ ভারত অভিযানে শামিল হতে সকল অংশের জনগণের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। বাড়িঘর ও রাস্তাঘাট সহ শহর এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার উপর সকলকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সরকার প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের সংস্থানও রাখা হয়েছে। কিন্তু

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার রাজ্য যৌথ কনভেশনে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

উমরাংসোতে জলপ্রলয়ে নিখোঁজ নিপকো-র চতুর্থ কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার

হাফলং (অসম), ২৩ অক্টোবর (হি.স.) : জলপ্রলয়ের পর টানা তিনদিনের অভিযানে নিপকো-র সন্ধানহীন সর্বশেষ তথা চতুর্থ কর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ বাহিনী। সংঘটিত জলবিস্ফোরণে হরিয়ে যাওয়া নর্থ-ইস্টার্ন ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন লিমিটেড (নিপকো)-এর চতুর্থ কর্মী উমরাংসোর বাসিন্দা বছর ৬০-এর প্রেমপাল বাল্মিকীর পচাগলা মৃতদেহ আজ বুধবার কপিলি পাওয়ার হাউসের জি-২ ফ্লোরে মাটির নীচ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে উদ্ধারকৃত বাল্মিকীর মৃতদেহ উমরাংসো পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফ কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, গতকাল মঙ্গলবার কপিলি পাওয়ার হাউসের জি-১ ফ্লোরে মাটির নীচ থেকে দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা রাজ রেড্ডি নামের নিপকো-র এক কর্মীর পচাগলা লাশ উদ্ধার করেছিলেন এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা। এর আগের দিন সোমবার নিপকো-র জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট বেইতে নামলাই এবং জয়সিং তিসোর গলিত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর ভোর প্রায় পাঁচটা নাগাদ ডিমা হাসাও জেলার উমরাংসো কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পস্থলে জল পরিবাহী পাইপ লাইন বিস্ফোরণের ফলে মহাজলপ্রলয়ের কবলে পড়েছিলেন পাওয়ার হাউসে কর্মরত জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট নামলাই, জয়সিং টিসু, দক্ষিণ ভারতের একটি ব্যক্তিগত সংস্থার কর্মী রাজু রেড্ডি ও সাফাই কর্মী প্রেমপাল বাল্মিকী। মাটি-পাথর, বালি-সহ জলের স্রোতে তাঁরা সন্ধানহীন হয়ে গিয়েছিলেন। পাঁচদিন পর প্রকল্পস্থলে জলের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার পর এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ বাহিনী অভিযান আরম্ভ করে। প্রথমে সোমবার দুজন এবং গতকাল ও আজ একজন করে নিখোঁজ চারজনকেই উদ্ধার করা হয়েছে, তবে জীবিত নয় তাঁদের পচাগলা লাশ। নিখোঁজ চার কর্মীকে উদ্ধারের জন্য ৯০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

এদিকে নিপকো-র অধিকর্তা (টেকনিক্যাল) ভিকে সিং জানান, বিধ্বংসী জলপ্রলয়ে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও কপিলি পাওয়ার হাউসের ৯০ শতাংশ সিস্টেম ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রকল্পের সংস্কার করে তার কাজ পুনরায় শুরু করতে কম পক্ষে সাত মাসের বেশি সময়ের প্রয়োজন। তিনি জানান, প্রকল্পকে কর্মক্ষম করে তুলতে প্রায় ৬৫০ কোটি টাকা খরচ হবে।

কারও বিকৃত ব্যাখ্যায় ভয় পাবেন না- নাগরিকত্ব বিল প্রসঙ্গে দিলীপ

দাঁতন, ২৩ অক্টোবর (হি.স) : এনআরসি ইস্যুকে বিকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ । বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে গান্ধী সংকল্প যাত্রাতে এই বক্তব্য রাখেন তিনি ঊ এদিন এনআরসি বিষয়টি নিয়ে ভয় কাটাতে স্থানীয় মুসলিমদের ব্যাখ্যা করেন বিষয়টি ।

বুধবার দাঁতন বাজার এলাকা থেকে শুরু হয় গান্ধী সঙ্কল্প যাত্রা । পদযত্রা শুরুর আগে দাঁতনের শরশঙ্কা ফুটবল ময়দানের সভা থেকে ঐতিহাসিক শরশঙ্কা দিঘি সংস্কার করার কথা জানান দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "আমরা ক্ষমতায় এলে এই দিঘির তো উন্নয়ন হবে। দিঘির জলকেও নষ্ট করতে পারবে না। এখানে নিশ্চিত একটা প্রজেক্ট তৈরি করব। অন্যদের মতো মিথ্যে কথা আমরা বলি না।"

একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "তৃণমূল হিংসার রাজনীতি করছে। ভোট না দিলে ভয় দেখাচ্ছে। শুধু তাই না বর্তমানে এনআরসি ইস্যুতেও অন্যরকম ব্যাখ্যা করছে বিভিন্ন স্থানে । এখন ভয় তৈরী করাচ্ছে নাকি এনআরসিতে পুর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে । পহাড়ে প্রচার করা হচ্ছে গোর্খাদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে । জঙ্গলমহলে বলেছে এসসি এসটিদের তাড়িয়ে দেওয়া হবে । আমি বলে দিচ্ছি- পশ্চিম বংলা কেনো, ভারত বর্ষের কোনো লোককে কেউই তাড়াতে পারবেনা । আদিবাসী উপজাতি গোর্খা সবাই থাকবে । যে মুসলমানেরা বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে, মায়ানমর থেকে যে রহিঙ্গারা এখানে ঢুকেছে তাদের তাড়ানো হবে । বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, যারা ধর্মাচরন করতে পারতো না, স্বাধীনভাবে থাকতে পারতো না, বাঁচার জন্য পালিয়ে আসে সেই শরণার্থীদেরই থাকতে দেওয়া হবে । নাগরিকত্ব সংশোধন বিল নিয়ে এসে এদের সবাইকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে । এদের কাউকে তাড়ানো হবে না। কিন্তু বাংলাদেশী মুসলিম ও রোহিঙ্গাদের আমরা থাকতে দেব না। বিদেশী নাগরিক যারা এখানে এসে বোম বন্দুকের রাজত্ব করছে, আমাদের অধিকারে ভাগ বসাচ্ছে তাদের তাড়ানো হবে । ফলে অন্যরা উল্টোপাল্টা ব্যাখ্যা দিলে ভয় পাবেন না ।"

রাজ্যেও গান্ধী সংকল্প র‍্যালি আয়োজিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ অক্টোবর।। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে গোটা দেশ জুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে চলছে গান্ধি সংকল্প রেলি ।ব্যতিক্রম নেই ত্রিপুরাতেও, গত ১৭ ই অক্টোবর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির উদ্যোগে চলছে গান্ধী সংকল্প যাত্রা ।রাজ্যের অন্যান্য জায়গার পাশাপাশি বুধবার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভায়ও ভারতীয় জনতা পার্টি ফটিকরায় মন্ডলের উদ্যোগে সংগঠিত করা হলো গান্ধী সংকল্প যাত্রা।

এই কর্মসূচিতে দলীয় কর্মী সমর্থকরা দৃপ্ত পদযাত্রায় সামিল হন ।রেলিটি ফটিকরায় বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে বেরিয়ে রাজনগর হয়ে গোকুলনগর বাজারে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

এদিন দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সাথে রেলিতে হাঁটলেন বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য ।ছিলেন ফটিকরায়ের বিধায়ক সুধাংশু দাস এবং পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবার তৈদুতে গান্ধী সংকল্প র‍্যালির অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

বিনা নোটিশে বন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস- ক্ষোভ স্থানীয়দের

ঝাড়গ্রাম, ২৩ অক্টোবর (হি. স.) : কোনও নোটিশ ছাড়াই ৬ দিন ধরে বন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস ঊ এই ঘটনার দরুন ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এলাকাবাসী।

ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের আন্ধারী গ্রাম পঞ্চায়েতে ।জানা গিয়েছে, এই গ্রাম পঞ্চায়েতটি তৃণমূলের দখলে রয়েছে। তাই বিজেপির পক্ষ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস বন্ধের অভিযোগ তুলেছেন।

যদিও তৃণমূলের বক্তব্য বিজেপির সন্ত্রাসের ফলে প্রধান, উপ প্রধান, সহ পঞ্চায়েত অফিসের স্টাফেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগচ্ছে। তাই ব্লক প্রশাসন পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ করে দিয়েছে। পঞ্চায়েতের যাবাতীয় কাজ হচ্ছে বিডিও অফিসে। প্রধানও সেখানে কাজ করছেন বলে জানিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, গত ১৭ আক্টোবর এই আন্ধারী গ্রামপঞ্চায়েত অফিসের বাইরে একটি মারামারির ঘটনা ঘটেছিল। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির মদ্যপ লোকজন পঞ্চায়েত অফিসে চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে না পেরে অফিসের বাইরে তিনজন তৃণমূল সমর্থককে মারধর করে এবং এক মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। এই ঘটনার পরেই পঞ্চায়েত প্রধান সহ স্টাফরা নিরপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকেন। প্রধান পুরো বিষয়টি ব্লকের বিডিওর কাছে জানান। তারপর থেকেই পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এরপর থেকেই পঞ্চায়েতের যাবতীয় কাজ বিডিও অফিস থেকে হচ্ছে। অন্যদিকে, বিডিও অফিসে গিয়েও বিজেপির লোকজন প্রধানকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। যদিও বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূল পরিচালিত এই বর্তমান গ্রামপঞ্চায়েত এবং আগের গ্রাপপঞ্চায়েত প্রচুর দুর্নীতি করেছে। তারফলে স্থানীয় মানুষদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের দাবি, ঘটনার দিন বিজয়ার মিষ্টি মুখ করাতে গিয়েছিলেন এলাকার লোকেরা। তাদেরই ক্ষোভের মুখে পড়েছিল তৃণমূল কর্মীরা।

শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ বিশ্বজিৎ দে বলেন "বিজেপির লোকজন কিছুই করেনি ।সেদিন তৃণমূলের লোকেরা সাধারনের মানুষের ক্ষোভের সামনে পড়েছিলেন। বিজেপির লোকজন তাদের উদ্ধার করে বাড়িতে দিয়ে এসেছে। এতটাই দুর্নীতি এরা করেছে যে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ। ওখানে পুলিশের ক্যাম্প আছে তাও তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগচ্ছে্ন ? কোনওরকম নটিশ ছাড়াই পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ করে দেওয়া হল। এলাকার সাত হাজারের বেশি ভোটার সরকারি নানা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ডিভিসি বেসরকারি করনের প্রতিবাদে দিনভর আন্দোলন

বাঁকুড়া,২৩ অক্টোবর(হি.স) : দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন বা ডিভিসিকে বেসরকারি করনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে যৌথ আন্দোলনে নামলো ডিভিসির সমস্ত কর্মী সংগঠন গুলি। বুধবার দামোদর উপত্যকার ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিম বঙ্গের ডিভিসির সমস্ত বিদুৎ প্রকল্প, সাব স্টেশন, জলাধার, কয়লা খনি সমস্ত স্থানে বিক্ষোভ আন্দোলন চলে। আন্দোলনে আই এন টি ইউ সি, সিটু, এ আই টি টি ইউ সি, বিএম এস, ইউ টি ইউ সি, এআই টি ইউ সি সহ সমস্ত সংগঠনগুলি অংশগ্রহণ করে।

এদিন বাঁকুড়া জেলার মেজিয়ার ডিভিসির বিদ্যুৎ প্রকল্পের বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ইনটাকের সম্পাদক অরিন্দম ব্যানার্জি, সিআই টি ইউ ইউনিয়নের সম্পাদক দীপ জ্যোতি নাথ, তৃনমূল শ্রমিক সংগঠনের কামগার সংঘের সম্পাদক প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী, বিএম এস এর হারাধন মাজি প্রমুখ।

স্বাধীনতা লাভের পরেই দামোদর উপত্যকায় বহুমুখী পরিকল্পনায় গড়ে তোলা হয় ডিভিসি বা দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন। নিজস্ব দক্ষতার ডিভিসি দেশেরএন্যতম সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। কিন্তু ৭২ বছর পর সেই সরকারী সংস্থার অস্তিত্ব সংকটে। বেসরকারী করনের পথে ডিভিসি। সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জানাজানি হতেই বামপন্থী- দক্ষিন পন্থীরা একজোট হয়ে আন্দোলনে সামিল হন।

৭ নভেম্বর দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডাকলেন তৃণমূলনেত্রী

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি. স.): আগামী ৭ নভেম্বর দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক ডাকলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল ভবনে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন তিনি। সেই বৈঠকে বিধায়কদের থেকে 'দিদিকে বলো' কর্মসূচির প্রসঙ্গে জানতে চাইবেন মমতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, কোন কোন বিধায়ক 'দিদিকে বলো' কর্মসূচি কতটা ভালভাবে পালন করেছেন তার রিপোর্ট তাঁর কাছে রয়েছে। সেই ব্যাপারেই বিধায়কদের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। পাশাপাশি, 'দিদিকে বলো' আদৌ কতটা সাফল, কোথাও কী সমস্যা হয়েছে সবকিছু নিয়েই আলোচনা করতে চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি, বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেবেন তিনি। ২০২০ সালের মার্চ-এপ্রিল-মে মাস জুড়ে রয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন পুরসভার নির্বাচন। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই পুর নির্বাচনগুলি বিধানসভা ভোটের আগে 'সেমিফাইনাল' ম্যাচ। সেই ভোটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায়কদের ভূমিকা। লোকসভা ভোটে বড়সড় ধাক্কার পর পুর নির্বাচনে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া তৃণমূল শিবির। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনুমান, ওই দিনের বৈঠকে দলীয় বিধায়কদের পুর নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নির্দেশ দেবেন তিনি। পাশাপাশি বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন বিধায়কদের সঙ্গে। পুজোর পর এই প্রথম তিনি দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে আলোচনায় বসছেন।

নবনীতা দেব সেনের বাড়িতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি.স): বুধবার সাহিত্যিক, কবি নবনীতা দেবসেনের বাড়িতে গেলেন নোবেল জয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় । একটু বেলার দিকে অসুস্থ নবনীতা দেবসেনকে দেখতে হিন্দুস্থান পার্কের 'ভালো-বাসা'য় যান অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় । মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য নিজের শহর কলকাতায় এসেছেন নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। গতকাল রাত আটটায় তিনি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের সপ্তপর্ণী আবাসনে নিজের বাড়িতে ফেরেন। শুধু রাতটুকু নিজের বাড়িতে বিশ্রাম নেন তিনি। এরপর সকাল হতেই বেরিয়ে যান সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

নোবেল পাওয়ার পরই অভিজিৎকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনীরা । সেই চিঠিতে নবনীতা দেবসেন দেখা করতে বলেছিলেন অভিজিৎকে । সাহিত্যিকের আবেদনে সাড়া দিলেন নোবেলজয়ী । বাড়িতে গিয়ে দেখা করলেন তিনি ।

সকালে 'সপ্তপর্ণী'অ্যাপার্টমেন্টের সিকিউরিটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী, কেউ তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে এলে তাঁকে বিল্ডিংয়ের নিচ থেকেই ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল । একথা জানিয়েছিলেন বিল্ডিংয়ের নিচে উপস্থিত থাকা পুলিশ অফিসাররা। তাঁরা জানান, আজ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথাও যাবেন না বলেই জানিয়েছেন তাঁদের। বাড়িতে মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে বিশ্রামে থাকতে চান তিনি। তবে পরে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনীরা । প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বিভাস চৌধুরিসহ কয়েকজন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আসেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে । গতকাল গভীর রাতেই প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা স্ক্রোল তাঁর বাড়িতে দিয়ে আসেন প্রেসিডেন্সির প্রতিনিধি । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সেরা প্রাক্তনীর পুরস্কার দেওয়া হবে অভিজিৎবাবুকে । এর আগে অমর্ত্য সেনের মতো ব্যক্তিত্ব এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

বুধবারও সেন্ট যোসেফ স্কুলের সামনে বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৩ অক্টোবর (হি. স.): বুধবার সকাল থেকে ফের সেন্ট জোসেফ স্কুলে শুরু হয় অভিভাবকদের বিক্ষোভ । এদিন মোমবাতি নিয়ে স্কুলের সামনে মিছিল করেন তাঁরা । অভিভাবকদের, দাবি স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপসারণ করতে হবে ।

গত শুক্রবার স্কুলছুটির পর মেট্রোয় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল ওই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র তূনীর বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলের পড়াশোনার চাপেই আত্মহত্যা বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। তাদের অভিযোগ, পুজোর পর হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরয়। ফল কারোরই ভালো হয়নি। তারমধ্যেই মক টেস্ট এক মাস এগিয়ে আনে স্কুল কর্তৃপক্ষ। চাপ নিতে না পেরেই তূণীরের এই চরম পরিণতি। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে প্রিন্সিপালের অপসারণের দাবিও ওঠেছিল। অবশেষে চাপে পড়ে মক টেস্ট পিছিয়ে দেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ ।কিন্তু তারপরেও প্রিন্সিপাল জয়তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপসারণের দাবিতে সরব প্রায় ৫০০ অভিভাবক ও শ'খানেক প্রাক্তনী। সেন্ট জোসেফ স্কুল থেকে বের হয় মোমবাতি মিছিল । অভিভাবকদের সঙ্গে মিছিলে ছিলেন পড়ুয়ারাও । মোমবাতি হাতে পথ হাঁটেন তাঁরা। তূণীরের বাবার এই মিছিলে অংশ নেওয়ার কথা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ওবিএম মেশিন সহ ৪০ টি রাবার বোট টিএসআর এবং এনডিআরএফকে বিতরণ করার জন্য বুধবার আগরতলায় দুর্গাবাড়িতে এসে পৌছেছে। আগামীকাল সিভিল ডিফেন্স ওই বোটগুলির পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে। শুক্রবার টিএসআর এবং এনডিআরএফ'র কাছে বোটগুলি তুলে দেওয়া হবে। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।